Aladdin



Avjvw`b

২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin Tel: 718-784-2554

যুক্তরাজ্যে যেতে ভিসা লাগবে আমেদিরকানদের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকানদের যুক্তরাজ্যে যেতে এখন থেকে ভিসা লাগবে। গত মাস থেকে এমন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। এ নিয়ম হওয়ায় যখন ইচ্ছে

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

এক মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ার পাবেন ১৪০০ ডলার রিবেট



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী জানুয়ারীতে এক মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ারদের মাঝে এক হাজার চারশো ডলার অটোমেটিক পেমেন্টের ঘোষণা দিয়েছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস-আইআরএস। শুক্রবার আইআরএস

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

The Weekly Bangla Patrika

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৪ ॥ সোমবার পৌষ ৮, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ২০, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 14 / December 23, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

কমিউনিটির বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিশেষ করে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির মিলনমেলার তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাতি পায় জ্যাকসন হাইটস। প্রায় প্রতিদিনই বাঙালি কমিউনিটির লোকজন দিনের কাজ শেষে জ্যাকসন হাইটসে জড়ো হতেন আড্ডা কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় বাংলাদেশী পণ্য ক্রয়ের জন্য। সকাল থেকে মধ্যরাত অবধি বাঙালিসহ দক্ষিণ এশিয়ার কমিউনিটির লোকজনের পদচারণায় মুখর থাকতো জ্যাকসন হাইটস। আর এজন্য বাঙালি এবং দক্ষিণ এশিয়ার কমিউনিটির ব্যবসায়ীক প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে জ্যাকসন হাইটস। এক কথায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীক ও সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিলো জ্যাকসন হাইটস।

কমিউনিটির অনেকের সাথে আলাপ করে জানা

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

এক বছরে পৌনে ৩ লাখ অবৈধ অভিবাসী ডিপোর্টেশন

- ৮৮,৭৬৩ জন বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত।
- ট্রাম্প প্রশাসনের ২০১৯ সালের বহিষ্কারের রেকর্ডকে অতিক্রম।
- এক দশকে বার্ষিক হারে সর্বোচ্চ বহিষ্কারের রেকর্ড।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শেষ বছরে রেকর্ড অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯২ টি দেশে ডিপোর্টেশন করা হয়েছে। যা গত এক দশকের মধ্যেও বার্ষিক হারে সবচেয়ে বৃহৎ বহিষ্কার। ২০২৪ অর্থ বছরে ২৭১,৪৮৪ জন অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদে মধ্যে ৮৮,৭৬৩ জন বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন। ২০১৯ সালের ট্রাম্প প্রশাসনের বহিষ্কারের চেয়ে বেশি এ ডিপোর্টেশনের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ১ সালের ডিপোর্টেশন সংখ্যা অতিক্রম করেছে ২০২৪ সালের অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

পদচ্যুত শেখ হাসিনার শেষ ৫ বছরে ১৬ হাজার ৫৫৫ খুন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশে নৃশংস, লোমহর্ষক খুনের ঘটনা পুরনো নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ পাঁচ বছরে সারা দেশে ১৬ হাজারের বেশি মানুষ খুনের শিকার হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর এমন পরিসংখ্যান জানিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক বিরোধ, পূর্ব-শত্রুতার জের, সামাজিক, আর্থিক টানাপড়েনের সঙ্গে রয়েছে হতাশা। পারিবারিক কলহ, পরকীয়া, ছিনতাই, ডাকাতি, কথা কাটাকাটি ও বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে একের পর এক ঘটছে হত্যাকাণ্ড।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ১৬ হাজার ৫৫৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের শেষ এগারো মাসে ৩ হাজার ৮০৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ বছরের শেষ পাঁচ মাসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ২৭১টি।

গত ১৫ই নভেম্বর রাজধানীর ধানমণ্ডিতে একটি বাড়িতে আব্দুর রশিদ (৮৫) নামে এক প্রবাসী চিকিৎসককে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় মো. নাইম (২২), জাহিদুর রহমান রিফাত (২০) ও আবু তাহের শিকদার ওরফে শাওন (২২) নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ডিএমপি'র রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম জানান, গত ১৫ই নভেম্বর রাত আড়াইটার দিকে শাওনকে সঙ্গে নিয়ে ওই দুই জন সীমানা প্রাচীর টপকে আব্দুর রশিদের বাসায় প্রবেশ করে। আব্দুর রশিদ অভিযুক্তদের উপস্থিতি টের পান। প্রবেশের পর ভুক্তভোগীর সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সুফিয়া রশিদ পাশের কক্ষ থেকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে একজন তার মুখ চেপে ধরে বাধা দেয়। এক পর্যায়ে দুষ্কৃতকারীরা ধারালো চাকু দিয়ে রশিদের বুকে একাধিকবার আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়



ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারে তোড়জোড়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যার অভিযোগ এনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) একটি মামলায়

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

গণ-ডিপোর্টেশনের প্রথম শিকার হচ্ছেন যারা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক পরে আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথ গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি অবৈধ অভিবাসীদের গণ-ডিপোর্টেশনসহ বেশ কয়েকটি নির্বাহী আদেশ জারী করবেন। গণমাধ্যমে এমন পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগিরা। গণ-ডিপোর্টেশনের নির্বাহী আদেশ জারীর পর প্রথমেই আনডকুমেন্টেড, আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখানপ্রাপ্ত ও অপরাধে সাজাপ্রাপ্তরাই প্রথমেই বিতাড়নের শিকার হতে পারেন।

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত এটর্নী ও বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যে ১১ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ আনডকুমেন্টেড রয়েছেন এবং প্রায় ৫ লক্ষাধিক অভিবাসন প্রত্যাশীদের রাজনৈতিক আশ্রয়সহ কেস প্রত্যাখান হয়ে যাওয়ায় ডিপোর্ট আদেশ রয়েছে। এছাড়া অভিবাসন প্রত্যাশী ও অনথিভুক্ত অভিবাসী বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত রয়েছেন কয়েক লাখ। এদের অনেকেই সহিংস হামলা, যৌন অপরাধ, হত্যা ও অবৈধ অস্ত্র মামলাসহ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত।

ট্রাম্প প্রায়ই গণমাধ্যমে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে যত অপরাধ হচ্ছে এসব অপরাধে অবৈধ অভিবাসীরা জড়িত। এজন্যই অবৈধ অভিবাসীদের গণ-ডিপোর্টেশনের বিকল্প নেই।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কেই লোক চক্ষুর আড়ালে বসবাস পিয়ন জাহাঙ্গীরের

- 'পিয়ন' জাহাঙ্গীর ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ২৩ ব্যাংক হিসাব, জমা হয়েছিল ৬২৭ কোটি টাকা
- স্ত্রী কামরুন নাহারের নামে ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত



বিশেষ প্রতিনিধি: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত ও দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই আলোচিত পিয়ন মো.

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
QATAR
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা অভিষিক্ত















(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও সর্বস্তরের হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন। ফলে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। খবর ইউএনএ'র।

'লাল-সবুজের' বাংলাদেশের বিজয় দিবসের আমেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় দেশের বীর শহীদদের, সম্মান জানানো হয় ৫০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির প্রয়াত সকল কর্মকর্তা সহ সাবেক কর্মকর্তাদের। এদিকে বিগত সরকারের কর্মকান্ডের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা-কর্মীর প্রতিবাদ এবং বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীর পাল্টা প্রতিবাদে অনুষ্ঠান স্থলে উত্তেজনার সৃষ্টি দেয়। তাতে অভিষেক অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। তবে কর্মকর্তাদের অনুরোধে পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। মেয়র অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগেই এই ঘটনা ঘটে।

কয়েকটি পর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি পরিচালিত দুটি বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা। এই পর্বে বিজয়ের ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত কবিতা, গান ও নাচ পরিবেশন করে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় পর্বে ছিলো নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ, তৃতীয় পর্বে ছিলো আলোচনা এবং তৃতীয় পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার। উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা বিপুল ভেটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে তাদো একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল।

সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন অভিষিক্ত সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, গীতা পাঠ করেন সোসাইটির বিদায়ী কমিটির শিক্ষা ও স্কুল বিষয়ক সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য। এরপরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পর অনুষ্ঠানে ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত এবং মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে সোসাইটির যেসকল কর্মকর্তা ও সদস্যসহ যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর নতুন কমিটির সকল কর্মকর্তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য যথাক্রমে আব্দুল হাকিম মিয়া, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল, আহবাব চৌধুরী খোকন উপস্থিত ছিলেন। এই পর্ব পরিচালনা করেন মাইনুল উদ্দিন মাহবুব।

অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথি মেয়র এরিক অ্যাডামস অভিষিক্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান এবং সোসাইটির প্রত্যাশা 'কমিউনিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠায় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সোসাইটির সকল কাজে সিটির সহযোগিতা অব্যাহত থাকার কথাও জানিয়ে মেয়র অ্যাডামস আরো বলেন, তবে এজন্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

এদিকে সিটি মেয়র অ্যাডামসের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে মেয়র অ্যাডামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে মেয়র বাংলাদেশ সোসাইটিকে একটি সাইটেশন প্রদান করেন। এরপর নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা মেয়রের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। অভিষেক পর্ব শেষে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ, নতুন সভাপতি আতাউর

(বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৩)

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা অভিষিক্ত



















(২য় পৃষ্ঠার পর)

রহমান সেলিম ও সাধারণ মোহাম্মদ আলী এবং সিটি মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার।

ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু অতীতর মতো সামনের দিনগুলোতেও বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার সিটি, স্টেট, ফেডারেল পর্যায়ের সকল নির্বাচনে কাজ করার আহবান জানান।

অভিষেক অনুষ্ঠানের পরে নতুন কমিটির আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। এই পর্ব পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এসময় সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, বিদায়ী সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন উদ্দিন দেওয়ান, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, অভিষেক ও বিজয় দিবস আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ফারহানা চৌধুরী, বিদায়ী সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আখতার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম এবং সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। এই পর্বে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, অভিষিক্ত কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী।

এদিকে আলোচনা পর্বে বাংলাদেশের বিজয় দিবসের তাৎপর্যসহ সাংগঠনিক আলোচনা স্থান পায়। আলোচনার এক পর্যায়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম তার বক্তব্যে বলেন, বিজয় দিবসে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমরা ৩ বার বিজয় অর্জন করেছি ৩ রকমের। বলেন, একটা ৪৭ সালে, এটা ৭১ সালে, একবার এরশাদের সময় এবং ২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমাদেরকে সেবা দাসের একটি গোষ্ঠিতে পরিণত করা হয়েছিলো। সেখান থেকেই বিজয় লাভ করেছি। ফখরুল আলম বলেন, অতীতে যারা লুন্টন করেছে, নারী নির্যাতন করেছে, গুম হত্যা করেছে, দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই বিজয়। তিনি বলেন, এসব অনিয়ম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের শপথ নিতে হবে, তাদের চেহারা তুলে ধরতে হবে।

ফখরুল আলমের এমন বক্তব্যের সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা 'ভুয়া ভুয়া' বলতে থাকেন এবং প্রতিবাদের ভাষায় হৈচৈ, চিৎকার, চেচামেচি শুরু করেন। কেউ কেউ মঞ্চের দিকে তেড়ে আসেন। এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কয়েকজন নেতা-কর্মী। ফলে অনুষ্ঠানস্থলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা। অনুষ্ঠানস্থলে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। এই পর্যায়ে নব নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমসহ সোসাইটির কর্মকর্তারা মাইক নিয়ে পরিবেশ শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং অনুষ্ঠানের স্বার্থে ক্ষমাও প্রার্থনা করেন। বলেন, এটা সোসাইটির অনুষ্ঠান, কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম না, এটা আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে মেয়র এরিক অ্যাডামস আসার খবরে পরিবেশ শান্ত হয়। সবশেষে নৈশভোজের পাশাপাশি চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজের পরিচালনায় এই পর্বে কালা মিয়া সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

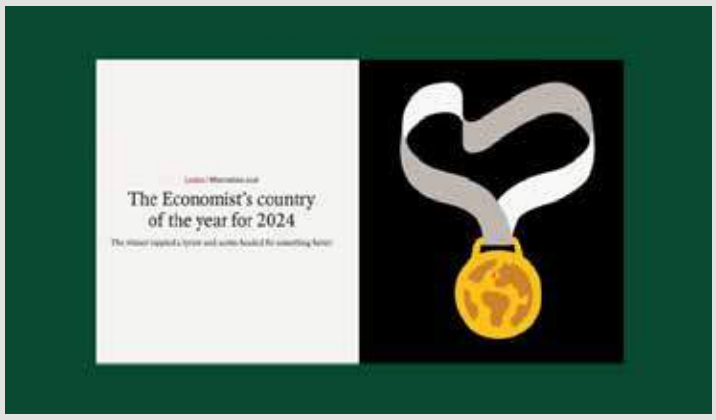
আরো উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অভিষিক্ত সোসাইটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান বকুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য- মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, হারুন চেয়ারম্যান, আবুল কাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

অভিষেক ও বিজয় দিবস উপলক্ষে 'প্রত্যাশা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেন সোসাইটির বিদায়ী সাহিত্য সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ। ব্যবস্থাপক সম্পাদক ছিলেন প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। সহ-সম্পাদক ছিলেন নতুন কমিটির সাহিত্য সম্পাদক মো. আকতার বাবুল।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বর্ষসেরা বাংলাদেশ



ধৃবৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- সেরা ধনী, সবচেয়ে সুখী বা নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী এসব বিবেচনায় নয়, বরং গত ১২ মাসে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে- সেই বিচারে সেরা দেশ নির্বাচন করা হয়েছে। এ বিচারে বর্ষসেরা নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। রানারআপ সিরিয়া। পরের তিনটি দেশ- পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আর্জেন্টিনা।

> বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলে সহিংসতার ইতিহাস আছে। তবে ছাত্র-জনতা, সেনাবাহিনী এবং নাগরিক সমাজের সমর্থন পাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ ও প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তারা রাষ্ট্র সংস্কারের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছেন। দুর্নীতি-দুঃশাসনমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠন, সৎ মানুষের নেতৃত্বে সুশাসন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য।

ইকোনমিস্টের ভাষায়- 'আমাদের বিজয়ী দেশ বাংলাদেশ। তারা স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে। যিনি ১৫ বছর ধরে ব্যাপকভাবে দমনপীড়ন করেন। নির্বাচনে জালিয়াতি করেন, বিরোধীদের কারাবন্দি করেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। তাঁর আমলে বিরাট অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। আগস্টে ছাত্রদের নেতৃত্বে রাজপথের আন্দোলনে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলে সহিংসতার ইতিহাস আছে। তবে ছাত্র-জনতা, সেনাবাহিনী এবং নাগরিক সমাজের সমর্থন পাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ ও প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তারা রাষ্ট্র সংস্কারের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছেন। দুর্নীতি-দুঃশাসনমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠন, সৎ মানুষের নেতৃত্বে সুশাসন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। শান্তিতে নোবেলজয়ী বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার এসব লক্ষ্য পূরণে সফল হোক। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হোক। জনগণের ভোটে, তাদের পছন্দের পরীক্ষিত সৎ ও আদর্শবাদী মানুষের নেতৃত্বে গণমানুষের সরকার দেশ শাসন নয়, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুক। বিশ্বের আরও বিভিন্ন মানদন্ডের বিচারে বাংলাদেশ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করুক- জাতির ঐকান্তিক স্বপ্ন-আকাঙ্খা সেটাই।

প্রসঙ্গত এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। দেশের অভ্যন্তরের পাশাপাশি দেশের বাইরে থেকেও এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কোন কোন দেশও বাংলাদেশ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র করছে- এমন অভিযোগ মুখে মুখে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ আর ২৪-এ স্বৈরাচার মুক্ত করে দেশের জনগণ যেভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আগামী দিনেও বাংলাদেশকে এগিয়ে যাবেন। আর এজন্য দরকার সম্মিলিত ঐক্য, যার কোন বিকল্প নেই।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

সর্বনাশের মূলের সংস্কারই সবচেয়ে জরুরি

হাসান মামুন

হাইকোর্টের অতি সাম্প্রতিক একটি রায়ের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফেরার পথ সুগম হলো বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যবস্থাটি যে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত করা হয়, সেই সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া আপিল বিভাগের আদেশের বিরুদ্ধে একটি রিভিউ পিটিশন আছে শুনানির অপেক্ষায়। সেটি নিষ্পত্তির ভেতর দিয়ে এ ক্ষেত্রে অচিরেই চূড়ান্ত অগ্রগতি হবে বলে আশা। তবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফিরে এলেও আগামী নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই হবে এটাও প্রায় নিশ্চিত। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য। এর আগে 'রাষ্ট্র সংস্কার'-এর এজেন্ডাও তার রয়েছে



সংস্কার ভাবনায় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে স্বভাবতই। এ সংক্রান্ত কমিশন অচিরেই রিপোর্ট দেবে বলে আশা। প্রধান উপদেষ্টার সর্বশেষ ভাষণেও নির্বাচন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রমকে তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। হালে এমনও তিনি বলছেন, রাজনৈতিক দলগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার আর না চাইলে তারা কেবল নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কার সেরে দ্রুত নির্বাচনে চলে যাবেন। এর সম্ভাব্য সময়সীমাও ঘোষিত হয়েছে, যাতে নির্বাচনপ্রত্যাশী দলগুলো কমবেশি আশ্বস্ত। রাজনৈতিক দলগুলো একমত থাকলে সরকার অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু জরুরি সংস্কার করে যেতে পারে, যা সুশাসন ও গণতন্ত্রকে জোরদার করবে। তাতে ক্ষমতায়িত হবে জনগণ।

জনগণ ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ হলো তার ভোটাধিকার সুনিশ্চিত হওয়া। জনগণের ইচ্ছাতেই যেন সরকার গঠিত হতে পারে। এটিই যথেষ্ট নয়; তবে গণতন্ত্রে ভোটাধিকার এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। সে কারণেই বোধ হয় এটি পুরোপুরি বিনষ্ট করে দেওয়া হয় বিগত সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটা উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। অথচ ব্যবস্থাটি সুফল দিচ্ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিশ্চিত হচ্ছিল দেশ-বিদেশে প্রশংসিত মানসম্মত নির্বাচন। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হাতবদলও হচ্ছিল। ব্যবস্থাটি 'চিরস্থায়ী' করার পক্ষেও জনমত হচ্ছিল প্রবল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অপব্যবহার অবশ্য শুরু হয় খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় শাসনামলে। সে প্রেক্ষাপটেই আসে ওয়ান ইলেভেন সরকার। তারা নির্বাচন সম্পন্ন করেন অস্বাভাবিক বিলম্বে। এতে সংবিধান সংশোধনের মতো আসনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাই বাতিল করে দেয়। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতকে ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল তখনই। অভিযোগটি এখন প্রতিষ্ঠিত, বলা যায়। আর সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্রচর্চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই ধরে নিয়েছে সবাই। আমাদের নিকট অভিজ্ঞতায় রয়েছে তিন-তিনটি ভুয়া নির্বাচনের দগদগে ক্ষত। এর ভেতর দিয়ে একটা নজিরবিহীন কর্তৃত্ববাদী শাসনও চেপে বসেছিল, যেটি হালে নজিরবিহীন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই উৎখাত হয়েছে। এমন শাসনের পুনরুত্থান রোধে যা যা করা প্রয়োজন, তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে এখন। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় ফেরার দাবিটি সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো। এ মুহূর্তে মাঠে থাকা সর্ববৃহৎ দল বিএনপি এক বছরেরও বেশি সময় আগে দেওয়া ৩১ দফায় সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে তার অন্যতম অঙ্গীকার হিসেবেই সামনে এনেছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরোধিতা এখন আর কেউ করছে বলে মনে হয় না। দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে না হওয়ায় সব দলই আসলে কখনও না কখনও, কোনো না কোনো

> ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোও যাতে সুষ্ঠু হতে পারে এবং ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর হয় নিশ্চিত, সে ব্যবস্থা করে যেতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। হাসিনা সরকার নিয়োজিত সর্বশেষ সিইসি মত দিয়ে গেছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা প্রয়োজন। নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনাররাও ভিন্ন কিছু বলবেন বলে মনে হয় না। অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবেই কাজ করবে।

মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত। আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ফিরলে তারাও কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে চাইবে না। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের পর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের অনুসরণে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সদিচ্ছা কিন্তু তারা দেখাতে পারত। যেমন ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অংশ নিতে আসায় সেটি কিছুটা হলেও করে দেখানোর সুযোগ এসেছিল হাসিনা সরকারের সামনে। বাস্তবে সেবার ভোট করে ফেলা হয় আগের রাতেই। ২০২৪ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি ছিল গণপ্রতারণার আরেক নমুনা। এ অবস্থায় কোনো না কোনো ইস্যুতে বিক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলনে হাসিনা সরকারের পতন ছিল বলতে গেলে অনিবার্য।

সেটি ঘটে যাওয়ার পর সম্ভাব্য সংস্কার ও নির্বাচন ঘিরে অনেক কিছুই ঘটে চলেছে। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের পথ চলা মোটেও সহজ হচ্ছে না। ক্ষমতাচ্যুতদের পাশাপাশি একটি আঞ্চলিক শক্তির বিরূপ আচরণও সামলাতে হচ্ছে। আছে জনপ্রত্যাশার চাপ। ক্ষমতাচ্যুতদের বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজনীতিতে তাদের নিরপরাধ অংশের 'অন্তর্ভুক্তির' উপায় নিয়েও চলছে বিতর্ক। এদিকে হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া নাজুক অর্থনীতি সামাল দেওয়া সহজ নয়। এ অবস্থায় 'অল্প কিছু' সংস্কার একটা গ্রহণযোগ্য বিকল্প হলেও হতে পারে; তবে নির্বাচন সুষ্ঠু করার কোনো বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক বিশ্বেও এটা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটানোর মতো নির্বাচন না হলে কিন্তু অর্থনীতিতেও গতি আনা যাবে না।

ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোও যাতে সুষ্ঠু হতে পারে এবং ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর হয় নিশ্চিত, সে ব্যবস্থা করে যেতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। হাসিনা সরকার নিয়োজিত সর্বশেষ সিইসি মত দিয়ে গেছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা প্রয়োজন। নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনাররাও ভিন্ন কিছু বলবেন বলে মনে হয় না। অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবেই কাজ করবে।

কিন্তু এর পর কী হবে? আগামী নির্বাচনে যারা ক্ষমতাসীন হবেন, তাদের দায়িত্বও এ ক্ষেত্রে কোনো অংশে কম নয়। আদালতে নিষ্পত্তির পরও বোধ হয় এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে জাতীয় সংসদকে। অন্তত এ প্রশ্নে ঐকমত্য থাকতেই হবে রাজনৈতিক দলগুলোয়। আদর্শগত অবস্থান যা-ই হোক, সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধানে কারও বিরুদ্ধ অবস্থান কাম্য নয়। অন্তর্বর্তী সরকার এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কী করে যেতে পারে, সেটাও তাদেরকেই বলতে হবে একমত হয়ে। এর মর্যাদাও রাখতে হবে তাদের।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের যে বন্দোবস্ত সাংবিধানিকভাবেই করা হয়েছিল, তার অনুশীলন হতে থাকলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় ভিন্ন হতো। অন্তত কোনো দানবীয় শাসনের অধীনে এসে বিপদগ্রস্ত হতে হতো না। অনিশ্চয়তায় ভরা পরিস্থিতিতেও পড়তাম না আমরা। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর সংকটের দিকে চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কিন্তু রয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবেই চাই না, এখানে তেমন কিছু ঘটুক। সে জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য অটুট রেখে সংস্কার ও নির্বাচনের দিকে যত দ্রুত যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আদর্শ একটি নির্বাচন দিতেই হবে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে। পরবর্তী নির্বাচনগুলোর জন্যও যেন এটা হয়ে থাকে মানদণ্ড।

স্থানীয় নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার সুপারিশ দেখতেও আমরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করব। এরশাদ শাসনামলেও (জাতীয় নির্বাচন নিয়ন্ত্রণে রেখে) স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোয় জনইচ্ছার এক ধরনের প্রতিফলন ঘটতে দেওয়া হতো। এদিকে হাসিনা সরকার আমলে আমরা দেখেছি পেশাজীবীদের নির্বাচনেও সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে। নির্বাচন ব্যবস্থার সামগ্রিক ধ্বংসযজ্ঞই দেখতে হয়েছে তখন। আর এটা খুলে দিয়েছিল সর্বনাশের সব ক'টা দরজা। এখন এ জায়গাটুকুর সংস্কারেও যদি আমরা সমর্থ হই; সেটা বিবেচিত হবে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বলে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট



অন্তর্বর্তী সরকারের

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করবে এবং সামনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে।"

অবশ্য সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনে থাকা কোনো পক্ষের সাথেই অন্তর্বর্তী সরকারের বড় ধরনের কোনো মতভেদ হয়েছে, এমনটা তারা অনুভব করেন না।

"রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন, বিচার এগুলো জটিল প্রক্রিয়া। এসব ক্ষেত্রে মতভিন্নতার মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটা কমিশন গঠন করা হচ্ছে," যোগ করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, কোনো ধরনের আস্থার সংকটও তৈরি হয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক তারানা বেগমের মতে, "সরকার কৌশলী হয়ে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমতে কিংবা বাড়তেও পারে বলে যেসব ধারণা দিচ্ছে, সেগুলোই ধোঁয়াশা ও সংশয় বাড়াচ্ছে।"

আবার আরেকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলছেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে নির্বাচনের সময়সীমা একরকম স্পষ্টই করা হয়েছে।

"দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে এর অন্যথা হওয়ার কথা নয়," যোগ করেন অধ্যাপক আহমেদ।

এমন প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য কি সরকারের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তনের আভাস নাকি এর অন্য কোনো রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে?

সাম্প্রতিক বক্তব্যসমূহ

জেলায় জেলায় নেতাকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলার কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে অনেকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।"

"দুর্বল জনসমর্থনহীন সরকার যারা জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না, এ রকম সরকারকে যদি ক্ষমতায় রাখা যায়, তাহলে এ দেশ থেকে অনেকে অনেক কিছু লুটেপুটে নিয়ে যেতে পারবে," বলেন মি. রহমান।

ওইদিন সকালেই এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও তার প্রেস সচিবের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী।

ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরো বলেন, "এমন বক্তব্য বিভ্রান্তি ছড়াবে। আমরা হতাশ হয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলো সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রত্যাশা করে।"

গত ১৬ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।"

পরদিন সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, "চূড়ান্ত তারিখ কী? সেটা নির্ভর করবে সংস্কারের ওপর।... আপনি আশা করতে পারেন ২০২৬ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে।"

এর আগে, গত ১২ই ডিসেম্বর "রাজনৈতিক দলগুলো সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে," সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের এমন মন্তব্যকে 'রাজনীতিবিরোধী' বলে অভিহিত করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল।

আস্থা ও সমর্থন প্রসঙ্গ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রাথমিকভাবে ছয়টি কমিশন গঠন করে যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। তাদের প্রতিবেদন আসার আগেই পুরনো আইনের অধীনে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টা সম্ভাব্য সময়সীমা জানানোর পর তার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, এবার দিনক্ষণ অর্থাৎ তফসিল ঘোষণার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সরকারের কাজ তাদের সহায়তা দিয়ে যাওয়া।

তারপরও বিএনপি নেতাদের তরফে সময়সীমা নিয়ে তাগিদ দেওয়া কমেনি। তাহলে কি সরকারের প্রতি দলটির 'আস্থা' ও 'সমর্থন' এর মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে?

"নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এখন দেশের অগ্রাধিকার। সেদিক থেকে (মনোভাবের) পরিবর্তন হয়নি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

"তবে, দেশের জনগণের মধ্যে যেহেতু নির্বাচন নিয়ে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করতেছে তাই আমরা রাজনৈতিক দল হিসেবে এটা পরিষ্কার করার কথা বলছি," যোগ করেন মি. চৌধুরী।

"সবসময়ে যে সব বিষয়ে প্রশংসা করতে হবে এমন নয়। সমালোচনা বেশি করে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে আসলে সরকারকে সহযোগিতাই করা হয় অন্যভাবে যদি চিন্তা করেন," বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির আরেকজন সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ।

বিএনপি নেতাদের বক্তব্যকে তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলে মনে করেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।

অধ্যাপক নজরুল ব্যাখ্যা করেন, "রাজনৈতিক কৌশল এক জিনিস আর রাজনৈতিক পরিকল্পনা অন্য জিনিস। এখন বিএনপি হয়তো রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এগুলো বলছে। কিন্তু আমরা কখনো ফিল করি না যে বিএনপি বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল যারা আন্দোলনের পক্ষে ছিল তাদের সাথে বড় ধরনের কোনো মতভেদ হয়েছে।"

মতভেদ নিরুৎসাহিতও করতে চান না তিনি।

"আস্থার সংকট হলে চিন্তিত হওয়ার ব্যাপার থাকে। কিন্তু আস্থার সংকট হয়েছে বলে মনে করি না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সরকারের এই উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই কমিশনের আলোচনার মধ্য দিয়ে যেকোনো বিষয়ে মতভিন্নতা থাকলেও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবো এটা আমরা মনে করি।"

বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল?

বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বেশ কয়েকবার 'সংস্কারের প্রয়োজনে যদি'র উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা। সরকারের তরফে সংস্কারের শর্তসাপেক্ষে নির্বাচনের সময়সীমা উল্লেখ করায় বিএনপি'র মধ্যে উদ্বেগ কাটেনি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

"সরকার যে কৌশলী হয়ে বলছে বাড়তেও পারে কমতেও পারে, এগুলোই ধোঁয়াশা ও সংশয় বাড়াচ্ছে," বলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক তারানা বেগম।

"এর ফলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোও তেমন ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। তাই, স্বচ্ছ ঘোষণা থাকা উচিত," যোগ করেন অধ্যাপক বেগম।

"বিএনপি'র সবার বক্তব্য যদি একসাথে রাখি, বিএনপি একটা অস্থিরতায় ভুগছে দলগতভাবে। তারা শঙ্কায় ভুগছে এক এগারোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে কি না," বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ।

সরকারের বক্তব্যে অবশ্য কোনো অস্পষ্টতা দেখছেন না অধ্যাপক আহমেদ।

"অন্তর্বর্তী সরকারের চার পাঁচজন একই সুরে যখন কথা বলছেন, তার একটা গুরুত্ব তো আছেই। নির্বাচনের সময়সীমাটা একরকম স্পষ্ট করেছেন বলেই মনে হচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি যদি বিবেচনায় নিই তাহলে এর অন্যথা হওয়ার কথা নয়," যোগ করেন তিনি।

অধ্যাপক আহমেদ বলেন, বিএনপি'র মধ্যে হয়তো এই শঙ্কাও কাজ করছে যে তারা যদি এই মুহূর্তে নির্বাচনে যেতে না পারে তাহলে তাদের জনসমর্থনে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে এমনকি জনসমর্থন ঘুরে যাওয়ার শঙ্কাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

সরকার পতনের পরের দুই মাসে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলের সর্বোচ্চ ফোরাম স্থায়ী কমিটি সদস্য থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এক হাজারের বেশি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে বিএনপিকে।

"দলের অভ্যন্তরে নির্বাচন নিয়ে চাপ ও দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখাও নেতাদের ওই ধরনের বক্তব্যের একটা কারণ হতে পারে," বলে মনে করেন সাব্বির আহমেদ। যে কারণে, বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের নেপথ্যে শঙ্কার চেয়ে জোরালো কারণ হিসেবে 'রাজনৈতিক কৌশল' এর কথাই বলছেন তিনি।

অন্যদিকে, "দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকলে যেকোনো সেগমেন্ট থেকে অস্থিরতা আসতে পারে," বলছিলেন অধ্যাপক তারানা বেগম।

যুক্তরাজ্যে যেতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হুট করে যুক্তরাজ্য ভ্রমণে যেতে পারবেন না। আগে আবেদন করে ভিসা সংগ্রহ করে তখন যেতে পারবেন আমেরিকান নাগরিকরা। এজন্য দুই থেকে তিন সপ্তাহের মতো সময় লাগবে।

সময় হাতে রেখে ভ্রমণ পরিকল্পনার অনুরোধ জানিয়ে নিউইয়র্কস্থ বাংলা ট্রাভেলসের সিইও মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বেলাল বলেন, যুক্তরাজ্যের এমন নীতির ফলে এখন সেখানে ভ্রমণ ইচ্ছুক ইউএস সিটিজেনদের ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। নতুন নিয়মে ভ্রমণ ইচ্ছুক ইউএস সিটিজেনদের ভিসার আবেদনের চাপ বেড়েছে। এজন্য সময় লাগবে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ। তাই ইউএস সিটিজেনদের ইউকে যেতে হলে এখন থেকে সময় হাতে রেখে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে হবে।

এক স্লিপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাড়লেও সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বাড়ছে না। তারা নামেই পদবীধারী মাত্র। অনেক সময় তারা নিয়মিত কার্যকরী কমিটির সভায়ও আসছেন না, অথচ কর্মকর্তা। আবার তাদের কমিটিতে না রাখলে নানা সমস্যা, সংগঠনগুলোতে ভাঙ্গনের শব্দ। নেতৃত্বের কোন্দল বা পদ বঞ্চিতরা পাল্টা সংগঠন করেছেন, বিভক্ত হয়েছেন- এমন নজিরও কম না। আবার কোন কোন সংগঠনের সাংগঠনিক পদ এমন যার কোন কাজও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কোন কোন সংগঠনে যেমন- আইন সম্পাদক আছেন, তার কোন আইনী উদ্যোগ নেই। আছেন প্রবাসী বিষয়ক বা আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তার কোন ভূমিকাই নেই সংশ্লিস্ট বিষয়ে। আছেন ক্রীড়া সম্পাদক, অথচ তার উদ্যোগে বছরের পর ভচর কোন ক্রীড়ানুষ্ঠান নেই। আছেন কোষাধ্যক্ষ, অথচ তার হাতে কোন হিসাব-নিকাশ নেই প্রভৃতি। এসব হ্যাস্যকর নয় কি? এমন প্রশ্ন সচেতন প্রবাসীদের।

২২ ডিসেম্বর ২০২৪

এক দশক পর

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা করবে। মতপ্রকাশের জন্য আওয়াজ তুলবে 'আমার দেশ'।"

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের এপ্রিলে পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে তার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর থেকে 'আমার দেশ'র প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাতিসংঘকে এখনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশের কাছে ১৬ ধরনের তথ্য চেয়েছিল জাতিসংঘের তদন্ত দল। এর মধ্যে অন্যতম হলো, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত কতজন নিহত ও আহত হয়েছেন এর তথ্য নাম, তারিখসহ শহর, লিঙ্গ, বয়স ও ধর্ম অনুযায়ী দিতে হবে। মৃত্যুর কারণও জানতে চায় তারা। নিরাপত্তা বাহিনীর কতজন সদস্য এ সময়ের মধ্যে নিহত ও আহত হয়েছেন, তাও জানতে চেয়েছে তথ্যানুসন্ধান দল।

জুলাই-আগস্টে সামরিক, আধাসামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়েছে প্রতিনিধি দল। কোন শহরে কোন বাহিনী, বাহিনীর ইউনিট, কারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে নথিসহ তথ্য চায়। এর পাশাপাশি কোন কোন ধরনের অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করা হয়েছে, ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে হেলিকপ্টার, গাড়িসহ প্রধান সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে, কোথায় এগুলো মোতায়েন করা হয়, তাও চেয়েছে।

ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিকল্পনা, বল প্রয়োগের মাত্রা এবং রুলস অব এনগেইজমেন্টের লিখিত, এসএমএস অথবা মৌখিক নির্দেশের তথ্য চেয়েছে। কী পরিস্থিতিতে অস্ত্র ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারও তথ্য চেয়েছে। ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের কোথায় রাখা হয়েছিল, কারা আটক করেছিল, আটক জায়গার দায়িত্বে কারা ছিলেন, তাও চেয়েছে জাতিসংঘ।

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল এবং তার সত্যতা ও আইনি ভিত্তি জানতে চেয়েছে তথ্যানুসন্ধান দল। গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে এবং গ্রেপ্তারের পর কী ধরনের নির্দেশনা ছিল, আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের জন্য কী নির্দেশনা ছিল, চিকিৎসকদের মৃত্যু সনদ দেওয়াসহ ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে কী নির্দেশনা ছিল, জানতে চায় জাতিসংঘ।

জুলাই-আগস্টের অপরাধকে কেন্দ্র করে বর্তমানে কী ধরনের ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানতে চাওয়া হয়। কারা নাগরিকদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, সহিংসতার নির্দেশ দিয়েছে কারা, তারও তথ্য চেয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবেদনও চায় তথ্যানুসন্ধান দল। এ ছাড়া কারফিউ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, নারী-শিশুসহ যৌন নিপীড়ন, আন্দোলনকারী, রাজনৈতিক কর্মী, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি, হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানোর তথ্যের বিস্তারিত চেয়েছে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশে গুমের ঘটনা

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

তারা জানায়, ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে ও মাঝামাঝি সময়ে টিএফআই কেন্দ্র

পরিদর্শনকারী সেনা সদস্যদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এক সময় এই স্থাপনাতে বেশকিছু সেলসহ অতিরিক্ত একটি তলা ছিল, বর্তমানে এটিতে আর প্রবেশ করা যায় না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আমরা এখনও আরও প্রমাণের অপেক্ষায় আছি। তবে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে সালাহউদ্দিন আহমেদ বর্তমানে নষ্ট করে ফেলা সেলগুলোর একটিতে আটক ছিলেন। সালাহ উদ্দিন জানান- তাকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে ভারতীয় কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ ভেতরে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক প্রকৃতি এবং এ সময় পরিচয় গোপন রাখতে 'জম টুপি' পরে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সন্দেহভাজন সদস্যদের উপস্থিতি থেকে এটি স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে দুই দেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, র‍্যাব গোয়েন্দা শাখায় নিয়োজিত সেনা সদস্যদের সাক্ষাৎকার থেকে দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের কার্যক্রম এবং আটক ব্যক্তিদের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'একজন সেনা সদস্য বর্ণনা করেছেন- তিনি ২০১১ সালের দিকে দুটি পৃথক ঘটনায় র‍্যাব গোয়েন্দা শাখা তামাবিল সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে ভারত থেকে তিনজন বন্দি গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেখানে ইউনিফর্মধারী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'একটি ঘটনায় দুজন বন্দিকে গ্রহণ করার পর রাস্তার পাশে হত্যা করা হয়। অন্য একটি ঘটনায়, একজন বন্দিকে জীবিত অবস্থায় গ্রহণ করে বাংলাদেশে আরেকটি দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এর বিনিময়ে, র‍্যাব গোয়েন্দা শাখা বাংলাদেশের দুই বন্দিকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করে।'

কমিশন জানায়, সেনা সদস্য বন্দিদের নাম জানাতে না পারলেও এই ধরনের আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তা পরিষেবা সমন্বয় গুমের ঘটনাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তঃসীমান্ত প্রকৃতি নির্দেশ করে।

কমিশন মনে করে, 'তবে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কতটা সম্পৃক্ত ছিল এবং দুদেশের জন্য এর তাৎপর্য কী তা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।'

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের আন্তর্জাতিক মানের জুতা তৈরির কারখানা স্থাপন

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের রংপুর জেলার তারাগঞ্জউপজেলায় অবস্থিত শতভাগ রপ্তানিকারক জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস। ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড আনন্দ উৎসব ও মিলন মেলা করেছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, রোববার দিনব্যাপী নানা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আনন্দ উৎসব। দুই হাজারের অধিক শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তারদের নিয়ে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস চত্বরের আয়োজনটি ছিল সত্যিই আনন্দঘন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবেল রানা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক খাজা রেহান বখত, সিএফও মোহাম্মদ কেরামত আলী ও মহা ব্যবস্থাপক এম. এম. খালিদ আহসান। বর্ণিল অনুষ্ঠানটিতে নিয়মানুবর্তিতা, কর্ম দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলীর আলোকে বর্ষসেরা কর্মীর পুরস্কার প্রদান করা হয় ৭ জন কর্মীকে।

অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো মিলন মেলা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানের শেষে বিতরণ করা হয় রাফেল ড্র ও পুরস্কার। রাফেল ড্র-তে ১ম পুরস্কার ৫০ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি পেয়েছে সুইং বিভাগের কর্মী শ্রীমতি সুমিত্রা, ২য় পুরস্কার ২টি স্মার্টফোন পেয়েছে কর্মী মৌসুমী ও ময়না। ৩য় পুরস্কার ৫টি কমফোর্ট এবং ৪র্থ পুরস্কার ১০টি মোবাইল ফোন সহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানিতে ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে ফুটওয়্যার খাতে আমরা গুনগত মানের পণ্য তৈরি করছি। ভবিষ্যতে রপ্তানি আরও বাড়বে বলে আশা করছি। সেই সাথে উত্তরাঞ্চলে আরও ব্যাপক কর্মস্থানের ব্যবস্থা হবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের অবহেলিত জনপদ রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা। তারই একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ঘনিরামপুর। দরিদ্র এই জনবসতির মাঝে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক জুতা তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছেন মোহাম্মদ সেলিম ও হাসানুজ্জামান হাসান ভাতৃদ্বয়। নীলফামারী জেলার বাসিন্দা এদের দু'জনই একসময় নিউইয়র্ক প্রবাসী ছিলেন। তাদের দু'জনেরই স্বপ্ন ছিলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এলাকা নীলফামারী ও রংপুরে শিল্পকারখানা গড়ে তুলে বেকার এলাকাবাসীর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। এজন্য বেশ অনেক বছর পূর্বেই নীলফামারী ও রংপুরে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন দেশের অন্যতম বৃহৎ দু'টি হিমাগার। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে গড়ে তুলেন ব্লিং লেদার প্রেডাক্টস লিমিটেড। স্থানীয় ইকোনমিক জোনের কাছাকাছি ২ লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে ব্যক্তি-মালিকানাধীন এ প্রতিষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রার প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে এলাকায়। কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে দুই সহস্রাধিক মানুষের। যার সিংহভাগই নারী কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দা।

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের তৈরী বিভিন্ন ধরণের জুতা অত্যন্ত উন্নতমানের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানীর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সুনাম কুঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশের প্রচলিত শিল্প আইনের সকল শর্ত মেনে এগিয়ে চলেছে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস। শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে এক ধরণের পারিবারিক পরিবেশ। এখানে কর্মরত সকলের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বিকাশের জন্য প্রায়শই আয়োজন করা হয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ব্লিং লেদার প্রেডাক্টসের আয়োজিত আনন্দ উৎসব পরিণত হয় মিলন মেলায়।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্নদ্রষ্টা মোহাম্মদ সেলিম সম্প্রতি নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণ করেন। ছোটভাই হাসানুজ্জামান হাসান এখন হাল ধরেছেন প্রতিষ্ঠানটির। তিনি উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান। নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএস'র প্রতিষ্ঠাতা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্যোক্তা হাসান। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের তৈরী জুতার বাজারের বিস্তৃতি বাড়াতে তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন।

জেন-জিঃ সংকট নাকি সম্ভাবনা

প্রজন্ম

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রকৃতি, সমাজকাঠামো তো বটেই, মনোজগতের দ্রুত বদলে যাওয়ার চিত্র বিস্ময়কর। শতকের পরিবর্তনগুলো এখন দশকে ঘটে যাচ্ছে। নিজের প্রকৃতি ও সমাজকে চেনা যাচ্ছে না। এর মাঝেই করোনাকালীন বিশ্বে অবধারিত বিচ্ছিন্নতা মানুষকে দিয়েছে নতুন জীবন ব্যবস্থার ভাবনা। সেই সময়েই সংগনিরোধকালে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম জেন-জি। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে এ প্রজন্ম এখন সর্বোচ্চ আলোচনায়।

জেনারেশন জেড বা জেন-জি মোটাদাগে ১৯৯৭-২০১২-এর মধ্যবর্তী সময়ে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম। করোনাকাল জেন-জি প্রজন্মের অধিকাংশের কৈশোরকাল। পূর্বতন প্রজন্ম, যাকে আমরা মিলেনিয়াম প্রজন্ম বলি অর্থাৎ এদের জন্মকাল গত শতাব্দীর ১৯৮১-১৯৯৬। তাদের কৈশোরের পড়ার হাতেখড়ির শিশুশিক্ষা বই, পাথরের শ্লেট-পেন্সিল ইত্যাদির সঙ্গে জেন-জি প্রজন্মের পরিচয় হয়নি। যৌথ পরিবার এমনকি মফস্বল শহুরের নানান অনুষঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। ফলে চারপাশ মিলে যে প্রতিবেশ ও পরিবার, সেটি তাদের কাছে অধরা থেকে গেছে।

জেন-জি প্রজন্ম যেহেতু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন করেছে, ফলে তাদের নানামাত্রিক কানেকটিভিটি রয়েছে। জেন-জি প্রজন্মের বহুরৈখিক বিষয় আমাদের সামনে দৃশ্যমান। প্রধানত এই প্রজন্ম পূর্বতন যে কোনো প্রজন্ম থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বেশি সময় ব্যয় করছে। কাগজের বই-পত্রিকার সঙ্গে তাদের সংযোগ কমছে। দ্রুত কোনো কিছু পড়ে ফেলা, বুঝতে পারার দক্ষতা তাদের রয়েছে। যে কোনো বিষয়ে তাদের সংকোচ কম। জটিলতা, কূটকচালিতে তাদের অনাগ্রহ। গতানুগতিক রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে জেন-জি প্রজন্ম থিতু থাকতে চায় না। সনাতনী রাজনীতির রীতির প্রতি তাদের আগ্রহ কম। গবেষণায় দেখা গেছে, রাজনীতির প্রতি অনীহা জেন-জি প্রজন্মের। তাদের ওপর প্রভাবক তালিকায় রাজনীতির হার মাত্র ১৭ শতাংশ।

জেন-জি প্রজন্ম খেলাধুলা থেকে বইপড়া সব যেন চায় ভার্চুয়াল স্ক্রিনে। এমনকি অফিসের কাঠামোবদ্ধ সময়, ড্রেস কোডে আবদ্ধ না থেকে পছন্দমতো সময়ে অফিস করতে চায়। জীবিকা হিসেবে ফ্রি ল্যান্সিং তাদের ভীষণ পছন্দের। সকালে ঘুম থেকে ওঠা, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া, গোসলু এমনকি সময়মতো ঘুমাতে যাওয়াও অনীহা। তারা ছক মেনে চলতে চায় না। বেশ একটু কুড়ে প্রকৃতির এই প্রজন্ম। আবার অধিকার সচেতন ও ইনোভেটিড। হাতের মোবাইল ফোন দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারে শর্ট ফিল্ম, প্রামাণ্যচিত্রসহ হরেক রকম প্রযুক্তিনির্ভর আধেয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে জেন-জি প্রজন্ম নিজেদের সৃজনশীল কাজকে এগিয়ে নিতে চায়। নিত্যনতুন বিষয়ের সংশ্লেষ তাদের চিন্তার জমিনজুড়ে। এ জন্য বহমান সংস্কৃতির রীতি, কৃষ্টি ও বিধির মান্য ভেঙে নেওয়া বিশ্বব্যবস্থা চায় জেন-জি।

২০১৬ সালে ভার্কি ফাউন্ডেশন বিশ্বের ২০টি দেশে ১৫-২১ বয়সের ২০ হাজারের বেশি মানুষের মনোভাব নিয়ে সমীক্ষা করে দেখতে পায়, গড়ে ৫৯ শতাংশ তরুণ ব্যক্তিগত জীবন পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে অসন্তুষ্টির তলানিতে আছে এশিয়ার ধনী দুই দেশ দক্ষিণ কোরিয়া ২১ শতাংশ, জাপান ২৮ শতাংশ। আবার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়েও সন্তুষ্টির চূড়ার দিকে আছে নাইজেরিয়া ৭৮ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়া ৯০ শতাংশ। জেন-জি আমাদের মনোজগতে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার রূপকল্প আঁকা আছে তাতে বিশ্বাসী নয়। বস্তুবাদী সম্পদের স্তূপ গড়া এদের গন্তব্য নয়।

> “জেন-জি প্রজন্ম খেলাধুলা থেকে বইপড়া সব যেন চায় ভার্চুয়াল স্ক্রিনে। এমনকি অফিসের কাঠামোবদ্ধ সময়, ড্রেস কোডে আবদ্ধ না থেকে পছন্দমতো সময়ে অফিস করতে চায়। জীবিকা হিসেবে ফ্রি ল্যান্সিং তাদের ভীষণ পছন্দের। সকালে ঘুম থেকে ওঠা, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া, গোসলু এমনকি সময়মতো ঘুমাতে যাওয়াও অনীহা। তারা ছক মেনে চলতে চায় না। বেশ একটু কুড়ে প্রকৃতির এই প্রজন্ম।



জেন-জিদের নিয়ে বলতে গেলে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে সামনে আসে ‘আমরা সবসময় তরুণদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে যেতে পারব না, তবে ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করে দিয়ে যেতে পারব।’ এই কথাকে মান্য করে বলা যায়, জেন-জিদের ভবিষ্যৎমুখিতাকে সাধুবাদ জানাতে হবে। আগামী দিনে রোবোটিকস ও অটোমেশনের ফলে কাজ সহজ হয়ে চাকরির বাজারে কর্মসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। বিপরীতক্রমে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়ে চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সংকট ও সম্ভাবনা একই সঙ্গে পথ চলছে।

এর মধ্যেই জেন-জির পরবর্তী প্রজন্ম জেনারেশন আলফা (যাদের জন্ম ২০১২-২০২৪-এর মধ্যে) বেড়ে উঠছে। তাদের চিন্তাধারার কাছে হয়তো জেন-জিরা সনাতনী হয়ে যাবে। এদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্ব চিন্তিত। তবে বলা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন ভ্রূণ পর্যায়ে আছে। পরিপূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আলফা জেনারেশন আগমী দিনে কেমন বিশ্বব্যবস্থা গড়বে সেটিই বিস্ময়!

তবে জেন-জিদের নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা না করে তাদের ইতিবাচক কাজকে প্রণোদনা এবং নেতিবাচক বিষয়গুলোকে আমরা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের বিবেচনায় চাপিয়ে না দিয়ে আলাপ-আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের মাধ্যমে ইতিবাচক রাস্তায় হাঁটতে সহায়তা করতে পারি। জেন-জি তো আমাদের থেকে অঙ্কুরিত প্রজন্ম। ফলে এদের মানিয়ে-মিশিয়েই সামনে এগিয়ে দিতে হবে এ দায়িত্ব অস্বীকার করার জো নেই।

লেখক: প্রাবন্ধিক

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নিউইয়র্কে বিজয় দিবসের টেবিল টেনিস আসরে মিলনমেলা





নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বিজয় দিবসে ক্রীড়া অঙ্গনে নতুন উজ্জ্বলতার সৃজন করেছে 'বাংলাদেশ ভিক্টোরী ডে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৪'। প্রতিযোগিতামূলক আবহ ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের স্বাক্ষী হয়ে ৭ ডিসেম্বর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা সার্বিক উৎসাহের সাথে জড়ো হোন নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, মিশিগান, শিকাগো, পেনসিলভানিয়া, এমনকি কানাডা থেকে খেলোয়াড়রা এসে এক উদ্দীপনাময় ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেছেন। তাদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা এ টুর্নামেন্টকে সকলের জন ্য স্বরণীয় করে তুলেছে।

আয়োজকরা বলেন, এই বিশাল সাফলে ্যর পেছনে সম্মিলিত অবদান ছিল এসজে ইনোভেশনএবং আদমজী গ্রুপের এর সহযোগিতা, যাদের প্রচেষ্টা ছাড়া এই টুর্নামেন্টটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো না। দিনটিকে আরোও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন খলিল বিরিয়ানি হাউস। পুরস্কার বিতরণী ও রাতের ভোজের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। সামাজিকতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা ও শহরের মানুষকে একত্রিত করেছে এই টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। এই দিনটির সাফল্য সকলকে অনুপ্রাণিত করবে ভবিষ্যতে আবারো এক হওয়ার জন ্য। এটি শুধুমাত্র একটি টুর্নামেন্টই নয়, বরং বাংলাদেশের বিজয় দিবসের চেতনাকে ঘিরে একত্রিত হয়ে প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলার একটি অনন ্য সফল প্রচেষ্টা।

আয়োজকরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আলী আম্মার (মিশর) এর প্রতি যিনি সুনিপুণভাবে দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ টুর্নামেন্ট পরিচালনায় সহায়তা করেছেন। এছাড়াও ইঝচ এঃবধস, শৈলী, ইওএঃঘঅ এঃবধস, চরহম চড়হম ঘণঈ, এবং দি অপটিমিস্ট ইউএসএ টিমের সহযোগিতা ও সরব উপস্থিতি টুর্নামেন্টকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল। অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, দি অপটিমিস্ট এর নির্বাহী কমিটি ও বোর্ডের সদস্য।

টুর্নামেন্ট আয়োজনে যাদের নিরলস প্রচেষ্টা ছিল তাদের মধে ্য রয়েছেন শাহেদ ইসলাম, সেলিম আদমজী এবং টুর্নামেন্টের উদে ্যাক্তা ইমতিয়াজ চৌধুরী। চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন মুস্তাফিজুর চৌধুরী, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিয়েছেন এটর্নি খাইরুল বাশার এবং মোকারম আহমেদ ও মারুফ মনোয়ার এর অনুপ্রেরণা ছিল উল্লেখ্য।

--- প্রেস রিলিজ

নিউইয়র্কে ইলহাম একাডেমির 'ফেইথ এন্ড নলেজ' অনুষ্ঠান সম্পন্ন







নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে ইলহাম একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান 'ফেইথ এন্ড নলেজ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (১৫ ডিসেম্বর) জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আল আকসা হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন হয়। এসময় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক ইসলামী পারফরমেন্স ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। 'ফেইথ এন্ড নলেজ' অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ফাতিমা মাসুদ ও প্রচারক মস।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে ইলহাম একাডেমি। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও সাহসী প্রজন্ম গড়ার মহান ব্রত নিয়ে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় করে চলতি বছরের শুরুর দিকে যাত্রা শুরু করে এই দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার বার্ষিক অনুষ্ঠান 'ফেইথ এন্ড নলেজ' অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল শাহানা ওয়ালিদ। অনুষ্ঠানে প্রতিটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা ছিল উল্লেখ করার মতো। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। --- প্রেস রিলিজ

মানিকগঞ্জ সমিতির বিজয় দিবস উদযাপন





নিউইয়র্ক: মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার সিটির জ্যামাইকায় একটি রেস্টুরেন্টে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। জোনায়েদ আমিনের কোরআন তিলাওয়াত এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সংগঠনের সভাপতি জিকরুল আমিন জুয়েল এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মো: রাসেদ মিয়ার সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব সজিব আহমেদ এবং আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতি। বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা তৈয়বুর রহমান হারুন, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম; জাহিদুল ইসলাম; এবিএম মাহবুব আলম; আহসান হাবিব; মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর; কবি সালেহা ইসলাম।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা এবিএম ওসমান গনি; বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফরিদ আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার কমিউনিটি একটিভিস্ট সৈয়দ রাব্বী, আল আমিন রাসেল, হাজী তৈয়ব উদ্দিন মোল্লা, সৈয়দা হাবিব প্রমুখ। এছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি নাজমা নাজনীন সহসভাপতি আবু সুফিয়ান, সদানন্দ হালদার, সহ সাধারণ সম্পাদক টিপু সুলতান, কোষাধ্যক্ষ মোজাফফর হোসেন, ইমরান জিহাদি, নাজমুল হোসেন, রুবেল মোল্লা, ফাহিম রহমান বাপ্পিসহ আরো অনেকে। বক্তব্য শেষে ডিনার পরিবেশন করা হয় এবং পরিশেষে মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করেন সুস্মিতা হালদার, আবু সুফিয়ান এবং সজল রায়।







এস্টোরিয়া ওয়েরফেয়ার সোসাইটির খেলনা বিতরণ

নিউইয়র্ক: এস্টোরিয়া ওয়েরফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শিশুদের খেলনা বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকালে, থার্টি সিক্স এভিনিউয়ে বনফুল গ্রোসারির সামনে শতাধিক

শিশুর মধ্যে এ খেলনা বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েরফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ-সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা আব্দুল রহমান, সদস্য নুরুল হক ও কাজী মরিয়ম প্রমুখ। হ্যাপি ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে এ খেলনা বিতরণ করা হয় বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন। সব খেলনা বিতরণের স্পন্সর ছিলেন নিউইর্য়ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট মার্টিন ডোলান, সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার ও বনফুল গ্রোসারী এস্টোরিয়া।

জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন ও বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বিজয় দিবস উদযাপন





জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় ১৬ ডিসেম্বর।





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় ১৬ ডিসেম্বর।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় ১৬ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। আলোচনা পর্ব শুরুর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-উৎসর্গকারী বীর শহীদগণ এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে বীর শহীদগণের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়।

এরপর অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত "গণমুক্তি অনিবার্য" শীর্ষক একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ। তাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একযোগে কাজ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বৈষম্যবিহীন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন প্রবাসী বাংলাদেশীগণ।

আগত অতিথিদের আলোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

এদিকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্থানীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় ৭১-এর সকল শহিদ ও ২০২৪ জুলাই-আগষ্টে সকল শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে "গণমুক্তি অনিবার্য" নামক একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন, কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা। আরো বক্তব্য রাখেন এটর্নী মঈন চৌধুরীসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

অনুষ্ঠানে ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ২৪ এর জুলাই-আগষ্টে গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে কমিউনিটির শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

১৫ বছর পর দেশে ফিরলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ



ঢাকায় শহীদ জিয়ার মাজার জিয়ারতে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সাথে গিয়াস আহমেদ। *ছবি : সংগৃহীত*



বিমানবন্দরে গিয়াস আহমেদের সঙ্গে নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা বিনিময়। *ছবি : সংগৃহীত*

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রায় ১৫ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটি অন্যতম সদস্য ও আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিক এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রাক্তন সিনেটর প্রার্থী গিয়াস আহমেদ। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকায় হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তার নির্বাচনী এলাকা ঢাকার দোহার-নবাবগঞ্জ থেকে হাজারো জনতা এবং বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক চিফ হুইপ জয়নুল আবদীন ফারুক তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

এ সময় জয়নুল আবদীন ফারুক বলেন, আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন গিয়াস আহমেদ। তিনি স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১/১১-এর বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার মূলচেতনা ধ্বংসকারী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছেন। আজ মুক্ত দেশে তিনি ফিরেছেন- এটি ভালো লাগার বিষয়। বিমানবন্দরে গিয়াস আহমেদ সবাইকে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত ও মুনাজাত শেষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেন।

গিয়াস আহমেদ দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা এবং উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি বিদেশে থেকে বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতাবিরোধী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই এই বিপ্লব সফল হয়েছে।

গিয়াস আহমেদ বলেন, দেশ ও দেশের জনগণ এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলার কারণে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার সরকার তার ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। পরে তিনি দেশে আসা বন্ধ করে দেন। আজকে ভোট চোর ও টাকা লুটেরা সরকার এবং শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়েছে। শেখ হাসিনা যখনই আমেরিকা গিয়েছে তখনই বিমানবন্দর থেকে শুরু করে জাতিসংঘ পর্যন্ত সব জায়গায় তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ করেছি। এ কারণেই শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে আমার নামে বিমানবন্দরে নিষেধাজ্ঞা দেন, আমি যাতে বাংলাদেশে না আসতে পারি। শুধু তাই নয়, আমার বড় ভাইয়ের নামে ও অন্যদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে।

তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার স্বৈরাচার সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় দীর্ঘদিন কারাগারে রেখেছিল। মিথ্যা মামলা দিয়ে তার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এ ছাড়াও লাখ লাখ নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গুম-খুন করেছে। আমি বলবো- আওয়ামী স্বৈরাচার দেশ থেকে পালিয়েছে। যতদিন না তাদের বিচার হবে ততদিন পর্যন্ত দেশের মাটিতে তাদের ঠাঁই হবে না।

প্রসঙ্গত, গিয়াস আহমেদ আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এবিসিসিআই) চেয়ারম্যান হিসেবে শহীদ পরিবার ফান্ডে ৫০ লাখ টাকার অনুদান প্রধান উপদেষ্টার কাছে পৌঁছে দেবেন। আগামী সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ওয়েস্টিন হোটেলে এবিসিসিআই'র একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আগামী ২৬ ডিসেম্বর শেরাটন হোটেলে এনআরবি ওয়ার্ল্ড বিজনেস সামিটের উদ্বোধনী বক্তব্য দেবেন বলে জানান ঢাকার দৈনিক কালবেলা বেলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা থেকে প্রতিনিধি জানান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ ঢাকায় পৌঁছলে বিমানবন্দরে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ব্যাপকভাবে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করেন। পরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত ও মুনাজাত করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল বাসেত ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আতাউর রহমান আতা উপস্থিত ছিলেন।

বলাকা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েটস

সাইফুল সভাপতি, শাহাদৎ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: বলাকা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েটস নিউইয়র্ক ইনক'র নির্বাচনে সাইফুল ইসলাম সভাপতি ও শাহাদৎ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার নির্বাচন কমিশন সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) কমিটির নাম ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, সংগঠনটির নির্বাচনী তফসিস মোতাবেক 'সাইফুল-শাহাদৎ' এর নেতৃত্বে একটি প্যানেল প্রার্থী দেয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলী বাপ্পি প্যানেটিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেন। তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের অপর দুই সদস্য হলেন- মনির হোসেন ও মোস্তফা জামাল পাশা।

উল্লেখ্য, নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক গত ২ ডিসেম্বর এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টে 'সাইফুল-শাহাদৎ' প্যানেল নির্বাচন কমিশন বরাবর পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রার্থীদের তালিকা জমা দেন। কমিশনার প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে 'সাইফুল-শাহাদৎ' প্যানেলের বিপরীতে কোন মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় তাদেরকে আগামী দুই বছরের (২০২৫-২০২৬) জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অফিসিয়ালী নির্বাচিত ঘোষণা করেন। আগামী ২৫ ডিসেম্বর বুধবার অনুষ্ঠিতব্য সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে সংশ্লিস্টরা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহ সভাপতি- আলী আশরাফ লিটন, সহ সভাপতি- মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহাদৎ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল হান্নান, অর্থ সম্পাদক- টাঙ্কু এ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ এন আর ভূঁইয়া রওনক, ক্রিয়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক- আলমগীর এইচ সরকার, প্রচার সম্পাদক- আবুল এইচ হাবিব, কার্যনির্বাহী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ, ওয়াজেদ আহমেদ, আশিক এলাহী, আব্দুল হক, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও জুয়েল এ সিদ্দিকিউ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের সংগঠন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকার বিজয় দিবস ও নব নির্বাচিত কমিটি ২০২৫-২৬ এর অভিষেক জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৫ ডিসেম্বর রোববার নিউইয়র্কের কুইন্স প্লেসে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পরপরই মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বিজয় দিবস ও অভিষেক অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক নুরুন্নাহার গিনি ও সদস্য সচিব মোঃ আসাদুজ্জামান, নবনির্বাচিত সভাপতি ফতেনূর আলম বাবু, সাধারণ সম্পাদক শাহ আল শফি আনসারীর স্বাগত বক্তব্যের পর নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ পাঠ করান সংগঠনটির উপদেষ্টা মুহম্মদ ফজলুর রহমান।

শপথ অনুষ্ঠানের পর সভাপতি ফতেনূর আলম বাবুর সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক শাহ আল শফি আনসারী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানটির সদস্য সচিব মোঃ আসাদুজ্জামানের পরিচালনায়, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহীন আক্তার কেয়ার সঞ্চালনায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ও জনপ্রিয় টিভি ব ্যক্তিত্ব খালেদ মুহিউদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাবিয়ান ক ্যাপ্টেন একেএম সাইফুল আলম প্রিন্স। সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে হুসনে আরা বেগম, সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু, আলী হাসান কিবরিয়া অনু, শাহীন খান, সাইদুর রহমান ডন, আহসান উল্লাহ ফিলিপ, এজাজ আহমেদ, আতাউর রহমান, মুজাহিদ আনসারী, শাহ মোহাম্মদ বকতিয়ার, ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী রাব্বি, আকলিমা রানা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী শামসুদ্দিন ও নবনির্বাচিত সভাপতি এস এম আলম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল সরকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও ভাস্কর্য শিল্পী আক্তার আহমেদ রাশা, সভাপতি শামিম আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শারমিন নিহার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের সভাপতি আশরাফুল আলম, উপদেষ্টা মাসুদুল ইসলাম লিপু, শেখ আল মামুন (মামুন টিউটোরিয়াল), কে আর শেরা ইনকের রেদোয়ান রাজ্জাক, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক।

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস ্যদের মধ্যে সিনিয়র সহ-সভাপতি সফিকুর রহমান জন, সহ সভাপতি এমএম নুরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক এ এইচ এম কামাল মিল্টন, অর্থ সম্পদ মোঃ রুহুল আমিন, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক অর্চনা পাল, দপ্তর সম্পাদক মোঃ ইস্রাফিল, কার্যকরী সদস্য এ কে এম মনিরুল হক রাহুল, হাফিজুর রহমান পাইলট, মাহমুদা হাসীন কনা, সোনিয়া সুলতানা,সাধণ কুমার বিশ্বাস, জান্নাতুল ফেরদৌস লিপি, নীলুফার জারীন, মোঃ শরিফুল ইসলাম, কাইসার আলী, মনির আহমেদ, মোঃ মজিব উদ্দীন জেন্টু, মোঃ জাভেদ খসরুসহ অন্যান্য রাবিয়ান ও অতিথিবৃন্দ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, একেএম সাইফুল আলম প্রিন্স, হুসনে আরা বেগম, সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু, আলী হাসান কিবরিয়া অনু, শাহীন খান, মুজাহিদ আনসারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সায়েদা আক্তার লিলি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামিম আরা বেগম, সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শারমিন নেহার।

অতিথিদের সবাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জোহা স্যারের কথা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন। দলমত নির্বিশেষে দেশের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১০ বছর পর ফের অনুসন্ধান শুরু নিখোঁজ মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স ফ্লাইট এমএইচ৩৭০-এর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার জন্য ফের অনুসন্ধান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালয়েশিয়ার সরকার।

স্থানীয় বেশ কয়েকটি পত্রিকা সহ আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার দেশটির পরিবহনমন্ত্রী অ্যান্থনি লক এক প্রেস কনফারেন্সে এই ঘোষণা দিয়েছেন। ফ্লাইটটি ২০১৪ সালের ৮ মার্চ কুয়ালালামপুর থেকে বেইজিং যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়, যা বিশ্বের অন্যতম বড় বিমান দুর্ঘটনার রহস্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

দেশটির মন্ত্রী অ্যান্থনি আরো বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতি হলো নিহতদের পরিবারগুলোর প্রতি। আমরা আশা করি এবার আমরা ইতিবাচক ফলাফল পাব এবং ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়ে পরিবারগুলোকে সান্ত্বনা দিতে পারব।"

ফ্লাইট এমএইচ৩৭০, একটি বোয়িং ৭৭৭ বিমান, ২২৭ জন যাত্রী এবং ১২ জন ক্রু নিয়ে যাত্রা করেছিল। এর শেষ যোগাযোগ হয়েছিলো উড্ডয়নের প্রায় ৪০ মিনিট পর, যখন এটি ভিয়েতনামের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। এর পরপরই এর ট্রান্সপন্ডার বন্ধ হয়ে যায় এবং সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সামরিক রাডার দেখায়, বিমানটি নির্ধারিত পথ থেকে সরে উত্তর মালয়েশিয়ার উপর দিয়ে আন্দামান সাগরের দিকে চলে যায় এবং পরে দক্ষিণ দিকে মোড় নেয়।

দীর্ঘ সময় পর আফ্রিকার উপকূল ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলেও অনুমান করা হয় যে, এটি মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এমএইচ৩৭০-এর অংশ।

এবার নতুন করে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দিয়েছে এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি 'ওশিয়ান ইনফিনিটি'। ২০১৮ সালে তারা সর্বশেষ অনুসন্ধান পরিচালনা করেছিল। এবার তারা দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের একটি নতুন এলাকায় ১৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অনুসন্ধান করবে। চুক্তি অনুযায়ী, ১৮ মাসের মধ্যে যদি উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তবে কোম্পানিটি ৭০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবে।

যাত্রীদের স্বজনরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও অনুসন্ধান শুরু হতে দেরি হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। জিয়াং হুই, যার মা মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এমএইচ৩৭০-এর যাত্রী ছিলেন, তিনি জানিয়েছেন, "মালয়েশিয়ার সরকার আরও সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, যেমন একটি পাবলিক পুরস্কার ব্যবস্থা করলে যে কেউ অনুসন্ধানে অংশ নিতে পারে।"

উল্লেখ্য, ফ্লাইটটিতে ১৫০ জনের বেশি চীনা নাগরিক ছিলেন। এছাড়া মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং কানাডাসহ অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও ছিলেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFS NJ, DFS MI, OBSF GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-8002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3675	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 186 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1981 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

স্মৃতির জামালপুর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাথে তার আকাশ পাতাল পার্থক্য। বিশাল এলাকা নিয়ে কমপ্লেক্স। একাধিক বড় পুকুর। ছেলেমেয়েদের আধুনিক হোস্টেল। নানা ভবন। সাবেক প্রিন্সিপাল ড. ফারুকীর সময় এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছে। ব্যয় শত কোটি টাকার ওপরে। ফারুকী আমাদেরকে ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে সব দেখায়। চতুর্দিকে তাকিয়ে আমি বিমোহিত হয়ে যাই। বিশ্বাষই হচ্ছিলো না সেই লম্বা টীনের চালা আর একটা দোতালা বিল্ডিংয়ের কলেজ আজ এই রূপ ধারন করেছে। ইতিমধ্যে খায়রুল বাসার এসে গেছে। কয়েক যুগ পর দেখা দুই বন্ধুর। খানিকটা বুড়িয়ে গেছে। শারিরীক তেমন কোন বড় সমস্যা নাই বলে জানালো, তবে হাতে একটা লাঠি। বললাম তাহলে লাঠি কেন। বলে লাঠিতে ভর দিলে একটু আরাম বোধ হয়। আসি প্রিন্সিপালের রুমে। বর্তমানজনের নাম হারুনুর রশীদ। তখন রুমে ছিলেন না। অডিটোরিয়ামে একটা মিটিংয়ে ব সে ছি লেন। কিছু পরেই আসবেন বলে স্টাফরা জানায়। আমরা চা নাশতা খাই। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি কাটা দুইটা ছুইছুই। চারটায় ফিরতি ট্রেন। আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়া বাকি আছে। পথে ফজলুল করীম ভাইয়ের বাসায় খাওয়ার দাওয়াত। আর অপেক্ষা করা গেল না। পরে কোন এক সময় এলে দেখা করবো বলে উঠি। খায়রুল তার লেখা দুইটা বই উপহার দিলো। ফোন নম্বর বিনিময় করে কথা রইলো নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। দেখা হবে।

জামালপুর এসেছি আর বকুলতলায় যাবো না তা তো হয় না! এই বকুলতলা আর সাধুর পানের দোকান হচ্ছে সে সময়ের জামালপুরের আইকন। তিন রাস্তার মোড়ে বেশ বড় একটা পুরনো বকুল গাছ ছিল। তা থেকে জায়গাটার নাম বকুলতলা। প্রসিদ্ধ হয়েছিল সাধুর পানের দোকানের জন্য। পশ্চিম পাশে একটা ইদারার সামনে টং ঘরের মত ছিল সাধুর পানের দোকান। সাধু কোন যোগী সন্যাসী ছিলেন না। প্রায়সময় খালি গায়ে বা একটা ফতুয়া পরে থাকতেন। লম্বা চুল-দাড়ি, লাল শালু পরিধান করতেন। বেশ মোটাসোটা মানুষটা। জোরাসনে বসে পান বানাতেন। নানারকম মশলা দিয়ে সুগন্ধি পান। চালের সের যে সময় ছ' আনা আট আনা, সাধুর বানানো এক খিলি পানের দাম ছিল দুই পয়সা। এই পানের চাহিদা ছিল শহরজুড়ে, সুখ্যাতি গোটা এলাকা জুড়ে। সন্ধ্যার পর থেকে বেশ রাত অবধি হ্যাজাক লাইটের উজ্জল আলোয় পুরো এলাকা আলোকিত থাকতো। শহরের উঠতি বয়সের ছেলেছোকড়ারা রাজনীতির লোকেরাও এই বকুলতলায় এসে আড্ডা দিতেন।

সেই বকুল গাছটা এখন নাই। কি কারনে যেন কাটা পড়েছে বা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে সেই গাছের স্মৃতি ধরে রাখতে পুরনো জায়গায় একটা বকুল গাছ লাগানো হয়েছে। গাছটা খানিক বড় হয়েছে। সাধু প্রয়াত হয়েছে অনেক আগে। মাঝে তার ছেলে বীরবল কিছুদিন দোকান চালিয়েছে। তারপর সেও উধাও হয়েছে। এখন জায়গাটায় অন্য এক দোকান।

কলেজ থেকে বের হয়ে আমরা বকুলতলার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে গুরমানিদের বাসার সামনে এসে খালিদ গাড়ী দাঁড় করায়। গুরমানি আমার শিশুকালের বন্ধু। অত কম বয়সী খেলার সাথীদের মধ্যে ওই একজনই বেঁচে আছে। আমার আব্বার আরও একবার অল্প কিছুদিনের জন্য জামালপুরে পোষ্টিং হয়েছিল। সেটা ১৯৫৮ সালে। সবে আইউব খানের মার্শাল ল' জারী হয়েছে। মনে আছে হুকুম হলো সব বাড়ীঘরের আশেপাশের ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে। সারা শহরে সাজসাজ রব পড়ে গেল। সবাই মিলে দা কাঁচি নিয়ে নেমে গেল! রাতারাতি শহরের সব আবর্জনা সাফ! এখনকার কলেজ রোডে পেয়ালা পাহলোয়ানের বাসার পাশে ছিল ফায়ার ব্রিগেডের অফিস। তার সাথের একটা টীনের ঘরের বাসায় কাটিয়েছি বেশ কয়েক মাস। বয়স তখন কতই বা! এই সময়েই আমার লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। গোলাম মোস্তফা পার্কের দক্ষিণ পাশটায় লম্বা একটা টীনের ঘরে প্রাইমারি স্কুল বসতো। সেখানে কিছুদিন যাওয়া আসা করেছি। ক্লাশটাকে বলা হতো ছোট ওয়ান। ওই স্কুলেই অক্ষরজ্ঞান, হাতের লেখা শেখা। গুরমানি ছিল আমার তখনকার সহপাঠি। একটু ডানপিটে টাইপের। আমার সাথে প্রায়ই লাগালাগি থাকতো। আর একজনের নাম ছিল মাসুদ। কেবল বানান করে লিখতে শিখেছি। ওই সময়েই আব্বার একটা ছোট নোটবইয়ে অনেক কসরত করে আঁকাবাকা অক্ষরে মাসুদ আর গুরমানি দুইটা নাম লিখে রেখেছিলাম। বড় হয়ে বহুদিন নোটবুকটা আমার কাছে ছিল। পাতা উল্টে মাঝেমাঝে নামদু'টো দেখতাম। যে কারনে মাসুদ আর গুরমানির নাম ভুলি নাই।

'৫৮এর পর গুরমানিকে কখনও দেখি নাই। তবে খবর নিয়ে জেনেছি সে আছে। মাসুদের খবর কেউ বলতে পারে নাই। এবার এসে খালিদকে গুরমানির কথা জিজ্ঞেস করলে বলে সে তো জামালপুরেই থাকে! ইয়া বড় গোঁফ আর দাড়ি রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধা। রাজনীতি করে। দলের ভাল পজিশনে আছে। আমি বলি ওর সাথে দেখা করতে হবে। সেই দেখা করতেই গুরমানিদের বাসার সামনে দাঁড়ানো। বাসাটা আমাদের পুরনো বাসার উল্টোদিকে। গাড়ী থেকে নেমে খালিদ গুরমানির খোঁজে যায়। আমি এগুই পাশে পেয়ালা পাহলোয়ানের বাসার দিকে। সে সময়ে শহরে তিন পাহলোয়ান ছিল। না, তারা কেউ কুস্তিগীর ছিলেন না। ফ্যামিলি টাইটেল। ঘটি পাহলোয়ান বাটি পাহলোয়ান পেয়ালা পাহলোয়ান। পেয়ালা পাহলোয়ান থাকতেন ফায়ার ব্রিগেডের পাশে। এই বাসার সামনে দিয়ে আমাকে বই খাতা হাতে স্কুলে যেতে হতো। এক বিকেলে ফিরছি, পাহলোয়ান ছিলেন বারান্দায় বসা। আমাকে ডাকেন। বেশ রাশভারী টাইপের লোক। মানুষজন তাকে কেন যেন ভয় পেতো। আমিও ভয়ে ভয়ে এগুই। পাহলোয়ান বারান্দায় দাঁড়াতে বলে ভেতরে যায়। কিছু পর ফিরে আসে ইয়া লম্বা একটা তলোয়ার হাতে। আমি ভয়ে সেই যে দৌড়, বহুদিন সে বাসার আশেপাশে ঘেষি নাই। স্কুলে যেতাম খানিকটা ঘুরপথে।

পাহলোয়ানের বাসার সামনেটা দেখলাম আগের মতই আছে। বোঝা গেলো কেউ থাকে। তবে রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় বাসাটা নীচুতে পড়ে গেছে। বারান্দা দরজা সেই একই। খালিদ ফিরে এসে জানায় গুরমানি বাসায় নাই তবে শহরেই আছে। ফোনে কথা বলেছে। আমাকে চিনতে পেরেছে। দুরে কিছু জরুরী কাজে থাকায় দেখা করতে পারছে না। না পারুক নম্বর যখন পেয়েছি বেঁচে থাকলে এক সময় দেখা হবেই।

বকুলতলা এসে কিছু ছবি ওঠানো হয়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ভাইয়ের ফটো স্টুডিওটা নাই। একটু এগুলে জামালপুরের গর্ব বাংলার মুকুটহীন নবাবখ্যাত আনোয়ার হোসেনদের বাসা। সেটা নাকি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। গার্লস স্কুলের পুরনো ক্যাম্পাসটা এখনও আছে, তবে ক্লাশ হয় রাস্তার উল্টোদিকে নতুন ভবনে। আরও সামনে হাতের ডানধারে ছিল পোষ্ট অফিস। এখন সম্ভবত: অন্য কোথাও। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে সাবেক মেয়র আনিসুল হক ভাইদের বাসার রাস্তা। বাবলু ভাই। তার ছোটভাই ইকবাল ছিল আমার ক্লাশমেট আর বন্ধু। সবার ছোট বেলাল, এক সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিল। বাবলু ভাইয়ের আব্বা শরিফুল হক চাচা আর আমার আব্বা ছিলেন কলিগ। এক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন।

রাস্তার বাঁ ধারে সে সময়ের এসডিপিও সাহেবের বাসাটা আগের মতই আছে। এসডিপিও সাহেবের ছেলে মুহিত ছিল আমার বন্ধু। ওর বড় জামাল ছোট মুনির। মুহিত বেশ আগে মারা গেছে বলে শুনেছি। ডানধারে পুলিশ লাইন। সেই বকুল গাছটা দেখলাম না। প্রায়ই খুব ভোরে এসে ফুল কুড়াতাম। ভেতরের মাঠটায় বেশ কিছু বিল্ডিং। মোড়ে বাঁ ধারে ছিল মহকুমা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তরফদার চাচার বাসা। সামনেটা টীনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তরফদার চাচার মেঝ মেয়ে শামিম (একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি শামিম আজাদ) আমার ব্যাচমেট, বন্ধু। একসাথে ক্লাশ এইটের বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বাসার সেই টীনের বেড়া উধাও। সেখানে সাড়িসাড়ি দোকান। বাসাটাও আগের অবস্থায় নাই। মোড়ের ডানধারটায় পৌরসভা অফিস। এখানে ছিল টীনের চালের পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন। শহরের যাবতীয় নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখানে হতো। আমারও প্রথম মঞ্চে পদার্পন এই হলেই। অনেক নাটক করেছি এখানে। মিলনায়তনটা এখন নাই। ভেঙ্গে সমান করা হয়েছে। এখন তা পৌরসভার ট্রাক বা যানবাহন রাখার জায়গা। পশ্চিম পাশে ছিল পাবলিক লাইব্রেরি। সে জায়গাটাও সমান। পুব পাশে ছোট একটা বিল্ডিংয়ে ছিল পৌরসভা অফিস। এখন সেটা বেশ বড় এক ভবন। জেনে দু:খ পেলাম ঐতিহ্যবাহী সেই প্রিয় পাবলিক লাইব্রেরি ঘাটটা নাই। নতুন রাস্তা হওয়ায় তা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনের সময় হয়ে আসছিল। পথে ফজলু ভাইয়ের বাসায় খেয়ে স্টেশনে যেতে হবে। ড: ফারুকী তার গাড়ীতে লিফট দিলো। ডাকবাংলো হয়ে স্টেশন রোডে ফজলু ভাইয়ের বাসা। ভাবী নানা উপাদেয় খাবার তৈরী করে রেখেছিলেন। উদরপূর্তি করে খেয়ে অটোতে স্টেশন। এরপর ট্রেন এলে তাতে চেপে বসা।

এবারে জামালপুরে দুইটা দিন ছিল আমার জীবনের সেরা কিছু সময়। পুরনো স্মৃতিচারনে এক ধরনের সুখ আছে। আর তাতে যদি স্মৃতির জায়গা মানুষগুলো সাথে থাকে তৈরী হয় কিছু নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি। যা শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আবার কবে আসা হবে জানি না, তবে এবার খালিদ টুটন স্বাধীন ফজলু ভাই ড. ফারুকী যে সম্মান দিয়েছে সময় দিয়েছে তার জন্য আমি সবার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। একটু অপূর্ণতা রয়ে গেল। সময়ের অভাবে কিছু জায়গায় যাওয়া হলো না। আশা রইলো যদি শরীর ঠিক থাকে সময় বের করতে পারি আবার আসা হবে প্রানের শহর ভালবাসার শহর জামালপুরে।

ধন্যবাধ খালিদ। ধন্যবাদ টুটন স্বাধীন। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ছোট ভাই স্বপন নাগকে, খালিদের মত একজন উদ্দোমী সুন্দর মনের মানুষের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা ধৈর্য ধরে এই দীর্ঘ ভ্রমন কাহিনীটি পড়লেন।

ভ্রমণকাল: ১১ ও ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪

সোসাইটির অভিষেকে ৩ হাজার ডলার গচ্ছা!

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের ব্যয় হিসেবে অতিরিক্ত ৩ হাজার ডলার গচ্চা দিতে হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১৬ ডিসেম্বর, সোমবার নিউইয়র্কের উডসাইডের তিব্বতী কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জানা যায়, হল বুকিং চুড়ান্ত না করেই মৌখিক বুকিং করেই সোসাইটি ঐদিন হলটি ব্যবহার করে। যদিও এ ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষ আপত্তি তোলে এবং কমিউনিটির স্বাথে ও আলোচনার ভিত্তিতে তিব্বতী সেন্টারকে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ৩ হাজার ডলার প্রদানের শর্তে কর্তৃপক্ষ হলটি ব্যবহার করতে দেয়।

সোসাইটি সূত্র জানায়, সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি (একই পদে পুন: নির্বাচিত) এবং অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান মৌখিকভাবে হলটি বুক দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সোসাইটির বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন কর্তৃক হলের প্রয়োজনীয় ডিপোজিট প্রদান করার কথা ছিলো। কিন্তু সময় মতো কেনো হল বুকিং-এর ডিপোজিট হল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করা হয়নি তার কোন সঠিক তথ্য মিলছে না। এব্যাপারে পরস্পর বিরোধী তথ্য মিলছে।

তবে সোসাইটির বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দীকি মিডিয়াকে জানান, বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ নওশাদ দুইবার হল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অনুষ্ঠানের দিন হল খালি পেয়ে ব্যবহার শুরু করলেও মাঝপথে হলের পরিচালক এসে হল বন্ধ করে পুলিশ ডাকার উদ্যোগ নিলে সোসাইটির কর্মকর্তারা অতিরিক্ত ৩ হাজার ডলার পরিশোধ করে সঙ্কটের সমাধান করেন।

এ ব্যাপারে সোসাইটির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা অভিষিক্ত হয়েছি, দায়িত্ব পেয়েছি। কিন্তু অভিষেক আর বিজয় দিবস অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে বিদায়ী কমিটি। তাই এব্যাপারে বিস্তারিত জানি না। তবে তিব্বতী কমিউনিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষের সাথে যথাযথভাবে চুক্তি না হওয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে এবং সোসাইটিকে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হয়েছে। তবে অর্থের পরিমান ৩ হাজার নয়, কম হবে বলে জানান তিনি।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

মাহতাব খানের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিকে রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারস্থ এনাম মেডিক্যাল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা এবং ৪ ভাই ও এক বোন রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, মাহবুব খান শাহেদ প্রবাস জীবনে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

জানা যায়, সাভারের সন্তান মাহবুব খান শাহেদ ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাস শুরু করেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর দেশের টানে পরিবারকে নিউইয়র্কে রেখে প্রায় দুই বছর আগে ২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারী তিনি বাংলাদেশে যান এবং সাভারে নিজ বাসায় বসবাস করতে থাকেন। এরই মধ্যে পবিত্র ওমরাহ করতে গত ২৫ নভেম্বর তিনি সৌদি আরব যান এবং ওমরাহ শেষে গত ৯ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরেন।

মরহুমের স্ত্রী সৈয়দা রওশন আক্তার কাজল বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র সাথে আলাপকালে জানান, নিউইয়র্কে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। এছাড়াও প্রয়োজনে মোবাইলে সাভারের বাড়ীর পরিস্থিতি দেখভাল করার জন্য ভিডিও কানেকশন ছিলো তাদের সাথে। ফলে যখন ইচ্ছে তখনই সাভারের বাসার পরিস্থিতি লাইভ দেখা যেতো। ওমরাহ পালন শেষে তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশী হাসি-খুশি ছিলেন এবং আগামীতে সময়-সুযোগ মতো পরিবার নিয়ে পবিত্র হজ করার কথাও বলেন। কাজল জানান, বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে (বাংলাদেশ সময়) তার সাথে লাইভে কথা বলার পর মাহবুব খান শাহেদ ঘুমাতে যান। পরবর্তীতে তিনি ঠিকমত ঘুমাচ্ছেন কিনা তা দেখতে ঐ রাতেই আবার ভিডিও অন করলে তিনি (কাজল) দেখতে পান যে, তিনি (মাহবুব খান শাহেদ) বিছানা থেকে উঠার চেষ্টা করছেন এবং বিছানায় একটু বমিও করেছেন। কিন্তু তিনি বিছানা থেকে ঠিকমত উঠতে পারছেন না। তার এই অবস্থা দেখে একই ফ্লাটে থাকার তার নিকটাত্মীয়দের ফোন কল করেন এবং তারা এসে মাহবুব খান শাহেদ-কে তাৎক্ষনিক অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিকটবর্তী এনাম মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে কর্মরত চিকৎসকরা জানান মাহবুব খান শাহেদ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন। পরবর্তীতে তাকে আইসিইই-তে স্থানান্তর করা হয় এবং এক পর্যায়ে লাইভ সাপোর্ট দিতে হয়। পরবর্তীতে পরিবারের সাথে পরামর্শ করে মরহুমের পুত্র মাহতাব খান ও কন্যা মৌয়ের উপস্থিতিতেই তার লাইভ সাপোর্ট খুলে নিলে মাহবুব খান শাহেদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নামাজে জানাজা ও দাফন: পরবর্তীতে মাহবুব খান শাহেদ-এর নামাজে জানাজা স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সভারের চাপাইন কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। সৈয়দা রওশন আক্তার কাজল তার স্বামীর জন্য সবার দোয়া কামনা এবং তার সাথে কারো মন-মালিন্য বা তার ব্যবহারে কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তা মাফ করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

শোক প্রকাশ: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাহবুব খান শাহেদ-এর ইন্তেকালে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বাগ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র অন্যতম উপদেষ্টা খন্দকার আশেক শামীম, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, কাজী ফৌজিয়া, মিলন রহমান, আনাফ আলম প্রমুখ।

কমিউনিটিতে বাড়ছে অসহিষ্ণুতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ-হাসপাতাল পর্যন্তও দৌড়াদৌড়ি হয়েছে। এমন কি বিভক্ত ফোবানা'র কোন কোন সম্মেলনে কর্মকর্তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে- একই দল, একই মত, একই পথের মানুষ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশে বসবাস করেও এমন অসহিষ্ণুতা কেন? এমন প্রশ্নে জানা যায়, ব্যক্তিগত ক্ষোভ, পছন্দ-অপছন্দ, জ্ঞান-গড়িমান অভাব, অল্প বিদ্যা, পরমত সহিষ্ণুতার অভাব, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী, স্বার্থপর-দলকানা, পারিবারিক অশিক্ষা, একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি কারণেই প্রবাসে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে।

প্রবাসীদের মধ্যকার অসহিষ্ণুতার বিষয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান মনে করেন, আমাদের মধ্যে ধৈর্য্য কমে গেছে, অন্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছি, মত প্রকাশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই- এমন নানা কারণ রয়েছে। ফলে কমিউনিটিতে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। পাশাপাশি আমরা অনেকেই ব্যক্তি আর দলের স্বার্থের উপরে উঠে নিজেকে সবার করে ভাবতে পারছি না, সবার জন্য ভাবছি না। তিনি বলেন, আমেরিকার মতো সেরা দেশে থেকেও আমরা পরমত সহিষ্ণুতা শিখলাম না। এটা খুব দু:খজনক।

এব্যাপারে বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন বাড়ার পাশাপাশি পার্সনোল ইগোর কারনেই মূলত: আমরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছি। পাশাপাশি আমাদের ধৈর্য্য কম, আমরা সহনশীল না, অন্যের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল না- এমন সব কারণেই কমিউনিটিতে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে বলে মনে করেন তিনি।

নিউইয়র্ক পুলিশের চিফ অফ ডিপার্টমেন্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন, সিসিআরবি ম্যাড্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে। পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিরল বলে জানান এটর্নি। জেফরি ম্যাড্রে মেয়র এরিক অ্যাডামসের একজন ঘনিষ্টজন বলে গুঞ্জন আছে। শনিবার এনওয়াইপিডির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাক্তন প্রধান, জেফরি ম্যাড্রে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ তা গ্রহণ করেছেন। জেফরি বিরুদ্ধে অধস্তন ব্যক্তির উপর যৌন হয়রানিরও অভিযোগ রয়েছে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কৃজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)
Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

মুনার খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত







(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এর আওতায় বহু মানুষ প্রতিদিন নিউইয়র্কের কুইন্স, ব্রঙ্কস, স্ট্যাটান আইল্যান্ড, নিউজার্সির পেটারসনসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২১ টি স্থান থেকে এ খাদ্য বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ৮ শত পরিবারের মাঝে এই খাবার বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর ৭৫ হাজারের বেশি মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। কার্যক্রম দুপুর থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। এসময় বিভিন্ন ধরনের সবজি, হালাল মুরগির মাংস এবং ডিম দুধ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফল বিতরণ করা হয়।



সিআইপি স্বীকৃতি পেলেন নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী



(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা দেশের অর্থনীতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মাননা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হবে।
নিউইয়র্ক প্রবাসী ব্যবসায়ী আবুল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। তার নেতৃত্বে ফজিলা গ্রুপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। একইসঙ্গে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ ও উগান্ডার বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে তার ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১ লাখ কবর ক্রয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে নোয়াখালী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বাংলাদেশীদের স্বার্থে নিউইয়র্কে ১ লাখ কবর ক্রয়ের প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে। আলোচিত এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হচ্ছে আপটাউনের মিডল টাউনে ১২৬ একর জায়গার ওপর। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস আর ব্রুকলীন এলাকা থেকে এই প্রজেক্টের যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।
জানা যায়, প্রজেক্টটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিগত ২০২২ সালের ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির যৌথ সভায়। সেই যৌথ সভার পর চলতি বছরের গত ২৪ এপ্রিল পুরো বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নিয়ে মতবিনিময় সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। এতে ব্যাপক সাড়াও মেলে। এসোসিয়েশনের সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে পুরো প্রজেক্টটি উপস্থাপন করে প্রকল্পটির অন্যতম উদ্যোক্তা, এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। সভায় প্রজেক্টের পরিকল্পনা, শুরু, প্রাথমিক কাজ, বর্তমান অবস্থা, সুযোগ-সুবিধাসহ খুঁটিনাটি সব বিষয় উপস্থাপন করা হয়।
জাহিদ মিন্টু মিডিয়াকে জানান, গত ১৬ ডিসেম্বর পুরো অর্থ নগদে দিয়ে এই প্রজেক্ট ক্লোজ করা হয়েছে। এই প্রজেক্টের ব্যয় হবে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের মতো। এগিয়ে চলছে প্রজেক্টটির অন্যান্য কর্মকান্ড। তিনি আরো জানান, প্রজেক্ট যেহেতু ক্লোজ হয়েছে। তাই অচিরেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি কমিউনিটির সামনে তুলে ধরা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তিনি আবারো কমিউনিটির সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।



মইনুল-আসাদ নেতৃত্বাধীন

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিজয় দিবস পালন








বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে ৭১'র বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে মইনুল-আসাদ নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় সিটির এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে বিজয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমাল মধ্যে ছিলো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাণনা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ছয়ফুল আলম সিদ্দিকী। এরপর সকল শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করার পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আতাউল গণি আসাদ। আলোচনায় অংশ নেন বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন কফিল, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিক দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, শাহীন আজমল, মো: আব্দুল করিম, শাহীন কামালী, ইয়ামীন রশীদ, দরুদ মিয়া রনেল, জামাল হোসাইন, সুদিপা চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদ্য সাবেক সভাপতি শাহীন কামালী, বর্তমান সহ সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, মোহাম্মদ এ খায়ের, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক লায়েছ আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক কামরুল হোসেন, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ লোকমান মিয়া, দেওয়ান মুতাসসির চৌধুরী ও বদরুল উদ্দিন।

যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আতাউল গণি আসাদ ও সহ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে মনির উদ্দিনকে আহ্বায়ক, শাহীন কামালীকে প্রধান সমন্বয়কারী ও হেলিম উদ্দিনকে সদস্য সচিব করে বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়।

বিজয় দিবসে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনসমূহ। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রবাসে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, বিশেষ দোয়া মোনাজাত, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং দলীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মেকাপম্যান মৃধা মোহাম্মদ জসিম। বিশেষ মুনাজাতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এবং তার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং প্রধান বক্তা বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন।

টেলিকনফারেন্সে বিএনপি নেতা টুকু বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালে পালিয়েছিলো, এবার ২০২৪ সালেও পালিয়েছে। তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কখনোই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং এটি একটি ফ্যাসিস্ট দল।

অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্বে যেসকল প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়, তারা হলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি আনিসুজ্জামান খোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সহ বাবর উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ সুরুজ্জামান, মরি মশিউর রহমান, মোহাম্মদ সেলিম, গোলাম হোসেন, ওয়াহিদ মন্ডল, কাজী মনির হোসেন ও বাতেন সরকার। ডা. মুজিব উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সম্মননা তুলে দেন। এদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের অতিথি আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, ডা. আব্দুস সবুর খান ও আবু সুফিয়ান ছাড়াও আলোচক যথাক্রমে মুক্তিযোদ্ধ কামাল সাঈদ মোহন, মুক্তিযোদ্ধা আজহারুল হক মিলন, মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদার, মুক্তিযোদ্ধা-সাংবাদিক মাঈনুদ্দীন নাসেরকেও সম্মাণনা জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোশাররফ হোসেন সবুজ ও জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী'র যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান ও আতাউল গণি ওসমানী সহ জাতীয় নেতাদের যার যার অবস্থান মূল্যায়ন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদা দানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানের অতিথি ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রদল নেতা ডা. জাহিদ দেওয়ান শামীম, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন, সৈয়দ এ আর ফারুক, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, কাজী মনির হোসেন, বাতেন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোতাহার হোসেন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিয়ে 'জাতির জনক' প্রশ্নে আনিসুজ্জামান খোকনের বক্তব্যে উপস্থিত বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। সভাপতির বক্তব্যে ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং তার ঘোষণার পরে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছিলাম, ৭৫ পরবর্তী ঘটনার পরে এদেশের মানুষ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি একটি আধুনিক বাংলাদেশ গঠনের কাজ যখনই শুরু করেন, ঠিক তখনই একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতন্ত্র উদ্ধার ও বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের গণতন্ত্রকে বিগত ১৬ বছরে হত্যা করা হয়েছে এবং ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে।

ডা. মুজিব বলেন, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গত ১৬ বছর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন এবং সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয়েছে এবং শেষমেশ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী দিনের আধুনিক বাংলাদেশ গড়া এবং সুশাসনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য দেশে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মিল্টন ভূঁইয়াকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান হয় সভা থেকে।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি শহীদুল্লাহ তালুকদার, প্রফেসর আহসান উল্লাহ মিন্টু, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা মোহাম্মদ কাশেম, তারিক চৌধুরী দিপু, ঝলকাটি জেলা বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম সিকদার, সাবেক ছাত্রনেতা পারভেজ সাজ্জাদ, মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, নুরে আলম, আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মাযহারুল ইসলাম মিরন, মনিরুল ইসলাম মনির, মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন, মুস্তাক আহমেদ, আবুল কালাম, রাশেদ রহমান, সাইফুল ইসলাম সৈকত ভূঁইয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস অশ্রু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্য সাময়িকী

মমত্বময় বন্ধনডোর

আশরাফ মীর

আমাদের অকৃপণ সর্বংসহা প্রকৃতি
আমাদের চিরহরিৎ তরুরাজ্যে
আন্দোলিত নির্মল হাওয়ার প্রফুল্ল
আমাদের সমুদ্রধোয়া বেলাভূমি মোহময় ঐশ্বর্য
পাখির বর্ণিল পালক সৌন্দর্য আর অনুপম কাকলি-কলরব।

আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে গ্রাম্যবধূর সারল্য
নৈসর্গিক অলংকারশোভিত স্বাচ্ছন্দ্য যাপন
আমাদের গ্রামীণ রমণীর মোহনীয় দেহবাঁক
লাবণ্যময় অরণ্যে আচ্ছাদিত কোমলতায়
আহরণ করি রূপসী তরুর ঔদার্য আর উদারতা
বন্ধনডোরে বাঁধা নিবিড় মমত্বময়।

বিজয়, ১৬ ডিসেম্বর

নাজনীন খলিল

সেদিন আমাদের বাড়ি ফেরার দিন ছিল।

কাঁকর আর ভাঙ্গা পাথরের চাঁইয়ে রক্তাক্ত- বিক্ষত আমাদের পা গুলো;
সেই রক্তে আমরা নতুন মানচিত্র এঁকেছি।
বাতাসে উড়িয়েছি বিজয় নিশান।

বুকের ভেতর স্বপ্নের হাজার প্রজাপতি ওড়ে;
তবু চোখের ভেতরে বিঁধে থাকে সহযোদ্ধার ক্ষত-বিক্ষত লাশ,

কানে ভাসে কিছু বিকলাঙ্গ সতীর্থের আহাজারি।

ধ্বংসস্তুপের ছাই থেকে নবজাত ফিনিক্সের মতো
আবার নিজ ঘরে ফিরতে চেয়েছি
ফিরতে চেয়েছি মায়ের উষ্ণ আঁচলের তাপে,
প্রেমিকার খোঁপায় গোঁজা গোলাপের কাছে,
পিতাকে এ ঘর ও ঘর খুঁজে ফেরা সন্তানের কাছে;

না।
আমার আর বাড়ি ফেরা হয়নি।
আমার নিজস্ব ঘর বলে কোথাও কিছু ছিলো না

কোথায় যে হারিয়ে গেছে আমার আপন সমস্ত কিছু।
কেউ ছিলো না। কিছুই ছিলো না।

বাড়ি ফেরা আর হয়নি কখনো।

দাগ রেখে যায়

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

পাহাড় কাটতে কাটতে একদিন মানুষ হয়েছিলাম
কখনও সমাহিত জলের তোয়াক্কা করিনি
অথচ এখনও বেশ মানুষ আছি.. পাথর মানুষ!

ফুটপাতে ওরা কারা হেঁটে যায়...?
হাঁটতে হাঁটতে মাটির গায়ে চাঁদের কলংক রেখে যায়
সাঁই সাঁই করে কয়েকটি বুলেট এদিক-ওদিক তাকায়
অতঃপর গুড়ুম গুড়ুম শব্দে স্বাধীনতা লজ্জা পায়!

সংখ্যার বিচারে অংক কষে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী
পাহাড়, পাথর, জল্ জাত বিচারে কে বেশি দামি?
এভাবেই একদিন সবকিছু হারিয়ে যায়
এভাবেই একদিন সবকিছু দাগ রেখে মুছে যায়!!

প্রশ্রয়

শারমিন সুতানা রীনা

প্রশ্রয় না পেলে কে অবলীলায় বলতে পারে ভালবাসি।
কে হতে পারে ঘুম জাগানিয়া গান
প্রশ্রয় দিয়েছো বলে মেঘের রংয়ে স্বপ্ন এঁকে যাই।
মুক্ত বিহঙ্গী হয়ে নীলিমায় উড়ি।

কতটা প্রশ্রয় পেলে বুকেই তুলে আনি
বিদ্যুৎদীপ্ত ঝড়
সোনার মুকুট খুলে বুনো ফুলের মালা
তুলে নেই মাথা পেতে।

একটু প্রশ্রয়ে কোলাহল ছেড়ে
স্বেচ্ছায় বেছে নেই নির্বাসন
সিমাহীন অথৈ জলের মাঝখানে নিভৃতে গড়ে তুলি
মধুময় বাসরের প্রবাল দ্বীপ।
প্রেম ও প্রশ্রয়ে হয়ে যাই যৌবনবতী নদী।

সোমত্ত সে জলের
বর্ণচ্ছটায় হয়ে যাও প্রপাত
আমরা মিলেমিশে একাকার হই
যেমন পরাগায়নে রোমাঞ্চিত হয় পল্লবিত শাখা..

শেষ চুমুক প্রথমবার

রজব বকশী

এই পথ পথিকের ধূলিস্রোতে বহুদূর গেছে

দুপাশে গাছের সারি
অফুরান ছায়াঘন সবুজের ঢেউ
যেখানে আকাশ শূন্যের ডানায় ভর করে
ধূলিমেঘ আলোজলে নেমে আসে
অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে দিনরাত
চুমু এঁকে যায়
সেই দীর্ঘ ছায়াপথ ধরে হেঁটে যাই
রোদ বৃষ্টি ও তুফানের বহতা সময়ের গতি ও প্রগতি
জীবনানন্দ ও নিরানন্দে ফোটে ঝরে
একজীবনের শেষ চুমুক প্রথমবার
ফুরোবার আগে

চেতনা পুরাণ

আদ্যনাথ ঘোষ

চেতনা কি সাদা কালো? নাকি খয়েরির সাথে লাল;
নাকি গর্বিত গোলাপ! রাজপথের উত্তোলিত হাত।
ক্লান্তির লেশমাত্র নেই, শুধু রোদের কম্পনধ্বনি-
বৃক্ষ নয়, সাথে আছে ডানা হাতে আগুনের ফুল।
কিছুই চায় না তারা; স্বপ্ন নিয়ে পেতে আছে বুক,
বুকের ভেতরে ঘর; হাতে নিয়ে সবুজ প্রান্তর।
এ যেন অশান্ত ঢল- বেজে ওঠে জোয়ারের ডাক,
রক্ত চোখ ফুটে আছে চারদিকে ফসলের বুকে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" পালিত





নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৪" পালিত হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর বুধবার।

এ উপলক্ষ্যে দিনের শুরু থেকেই কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ আগত সেবা প্রার্থীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

দেশের স্বাধীনতায় মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই -আগষ্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা বলেন, অভিবাসীরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি কনস্যুলেটে আগতদের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবসের অভিনন্দন জানিয়ে বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানান। সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে তিনি সকলকে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশী বেশী রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার যে সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগীতা কামনা করেন। দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রে বাসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনদের অধিকতর অবদান রাখার জন্য তিনি আহবান জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আগত সেবাপ্রার্থীরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের বক্তব্যে তারা কনস্যুলেট জেনারেলের নতুন ভবনের পরিবেশ সম্পর্কে ও সেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২৪" ও "জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৪ " আয়োজনের জন্য কনস্যুলেট জেনারেলকে ধন্যবাদ জানান। আগত সেবাপ্রার্থীসহ সবাইকে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে আপ্যায়ণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

---প্রেস রিলিজ

"মাই বেস্ট ফ্লাই ডটকম" যাত্রা শুরু









(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওয়েবসাইটটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন এমিরেটস এয়ারওয়েজের নিউইয়র্কের এক্সিকিউটিভ ম ্যানেজার আল নোমান, কাতার এয়ারওয়েজের বাংলাদেশ চ্যাপটারের কমার্শিয়াল ম্যানেজার বখসী মো তৈয়ব, ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্স নিউইয়র্কের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার এ্যানি খান, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, টিবিএন২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এ এফ জামান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ড. ওয়াজেদ এ খান, আই এ টি এ'র জেনারেল সেক্রেটারি মাসুদ মোর্শেদ, গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের ব ্যবস্থাপনা পরিচালক মো নাসির উদ্দিন বাশার এবং সিইও আলহাজ্জ মো শামসুদ্দিন বশির।

"মাই বেস্ট ফ্লাই ডটকম" এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশেষ অফার ঘোষনা করেন গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এর সিইও আলহাজ্জ মো শামসুদ্দিন বশির। এই ওয়েবসাইট থেকে নিউইয়র্ক-ঢাকা কিংবা যেকোন আন্তর্জাতিক রুটের রিটার্ণ টিকিট করলে ডোমেস্টিক রুটের ফ্রি টিকেট পাবেন যাত্রীরা। আশরাফুল হাসান বুলবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সংগঠক ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ'র উদ্যোগে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, জাঁকজমকপূর্ণ পূর্ণ ভাবে পালন করা হয় ৫৪ তম বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস।

শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেওয়ালাদ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মতিন। পবিত্র গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল। আহবায়ক বীর মুক্তিযাদ্ধা আবু জাফর এর সভাপতিত্বে এবং কাজী রবিউজজামান ও রেজা আব্দুলাহ এর পরিচালনায় অধ ্যক্ষ সানাউল্লাহ ও সংগীত শিল্পী রাশেদ হিরা এর নেতৃত্বে "বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত" এবং "আমেরিকার জাতীয় সংগীত" গাওয়া হয়। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট "নিরাবতা" পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রেটার কুমিল্লা এ ্যাসোশিয়েশন ইনক এর সভাপতি ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবঃ) মনজুর আহমেদ বীর প্রতীক, নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, ফরিদা ইয়াছমিন সভাপতি বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) এবং সভাপতি ব্রঙ্কস বাংলাদেশ ওম্যান এ ্যাসোশিয়েশন, মোহাম্মদ আলী স্টার্লিং ফার্মেসী, রওশনারা আরা নিপা ড্রাম, মিস ডায়েন সারে মুল ধারার রাজনীতিবিদ, নুর তফাদার সিইও মিলিনিয়াম টিভি, প্রফেসর সৈয়দ জহির উদ্দিন আজাদ সভাপতি বাংলাদেশ আমেরিকান সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন, হাজী আব্দুস সালাম কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউ.এস.এ. ইনক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস ্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে উত্তরীয়, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর লোগো ব ্যাচ এবং কোট পিন বিতরণ করা হয়।

সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সী। রাজনৈতিক মতাদর্শ উর্দ্ধে থেকে মহান বিজয় দিবস পালনে একমত হওয়ায় আহ্বান করেন প্রধান সমন্বয়কারী বিজয় কৃষ্ন সাহা। বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বঙ্গমাতা পরিষদ ইউ.এস.এ ইনক এর সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, অধ ্যক্ষ সানাউল্লাহ, আব্দুস শহিদ সভাপতি, আব্দুল রহিম বাদশা, এম.এ সালাম আকন্দ জাকির চৌধুরী সিপিএ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা সরকার আব্দুল মজিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মতিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ নাসির,বীরমুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহানগীর আলম, বীরমুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আহমেদ ভুইঁয়া, বীরমুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামান, বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, লিয়াকত আলী কাদেরীয়া বাহিনী, ইয়াকুব আলী মিঠু স্বপ্না এন.জি.ও, সাখাওয়াত হোসেন শাপলা ওয়েলফেয়ার, মাসুদুর রহমান, সাইদুর রহমান লিংকন, এ খলিলুর রহমান, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল, কবি আবু তাহের চৌধুরী, ননী গোপাল মল্লিক, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার খোকন, সাইফুল ইসলাম, মোঃ আহাদ তালুকদার বাবুল, ডাঃ আব্দুল কাদের, মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী সাবেক চেয়ারম্যান , শফিকুর রহমান সাবেক চেয়ারম্যান, ফারুক হোসেন, তোফাজ্জল আলী, মনসুর রহমান, ফারজানা ইয়াছমিন, মইজুর রহমান লস্কর জুয়েল, রিপন সরকার, এইচ এম মিজানুর রহমান, সৈয়দ এইচ সরোয়ার হক, এমডি তোফাজ্জল আলী, বিধান চৌধুরী, পান্না লাল সাহা, শচিন্দ্র সরকার, তপন দও, সাঈদ উদ্দিন, এমডি মালেক মোল্লা, জামাল উদ্দিন আহম্মেদ কাউছার সাবেক চেয়ারম্যান, প্রফেসর আব্দুল করিম, প্রফেসর মোস্তফা কামাল হোসেন, আবু চৌধুরী কয়সার, কাজী হাফিজুল হক, মাছুদুর রহমান, সাখাওয়াৎ হোসেন, ইব্রাহিম ইকবাল জুয়েল, তাছলিমা বেগম, ইয়ামিন খন্দকার, আশরাফুল চৌধুরী,, কর্পোরাল আব্দুল মতিন, এ ্যাডভোকেট মোঃ কামাল হোসেন মন্ডল, মকবুল মিয়া, সেলিম রেজা, এম ডি গোলাম সলমান, মোঃ নাছির উদ্দিন, আনোয়ারুল আলম, এম.ডি আকরাম হোসেন, বদরুল হক, শহিদুল্লাহ চৌধুরী, আফজাল হোসেন। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন রাশেদ হীরা, সৈয়দ কামরুজ্জামান ফয়েজ। ---প্রেস রিলিজ



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে পেডনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশেষভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাহায্যে পাচার করতে পারেন।

দেশে কোন রোগাক্রান্ত মানিজন/পরিবারের হাতে আপনি ও আপনার পরিবার বা ঐসবের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার পারিবারিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকার বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লিপ ট্রিপিংয়ে
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
- স্কাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ ক্ষতীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়ে, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করেসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ; শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ স্যাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member : naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্যাক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

সফলতার ২৮ বছরে বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
banglapatrikausa@gmail.com
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com

(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেট আবশ্যক: নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের এর নর্দান ব্লুবার্ড এলাকায় ৮১ স্ট্রিটের এর উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে এক তলায় একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক।

যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.

যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ংঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।

ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।

যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।

ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।

Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.

যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।

যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent.
Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

মুমিন, মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিন

জাফর আহমাদ

ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ উল্লেখিত পরিভাষাগুলো সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। এগুলোর পরিষ্কার ধারণা ছাড়া আমাদের নিজেদেরকে জানা এবং আমল-আখলাক ও জীবন ব্যবস্থা সুন্দর্ সাবলীল হবে না। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হলো।

এক: মু'মিন: আরবী হামযা, মীম ও নুন অক্ষর দ্বারা গঠিত 'আমনুন' থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। এর কর্তৃবাচ্য হলো, মু'মিন। আমনুন অর্থ নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ "আমি বিশ্বাস করেছি তাই আমি নিরাপদ। নিরাপত্তার বিপরীত হলো ভয় এবং সততার বিপরীত হলো বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীত। বিশ্বাস হলো, অবিশ্বাস ও অস্বীকারের বিপরীত।(লিসানুল আরব) দু'টো অর্থই খুব নিকটবর্তী ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। ঈমান, ইসলাম ও মুহসীন সম্পর্কে একটি পরিচয় আমরা নিম্নের হাদিস থেকে জানতে পারি। আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসুল সা: জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কি?' তিনি বললেন: "ঈমান হলো, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকগণের প্রতি, তাঁ সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি (কিয়ামতের দিন) এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কি? তিনি বললেন: ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাযান-এর সিয়াম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন,ইহসান কি? তিনি বললেন: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন: 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি: বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগন্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগীতা করবে। (কিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।' অত:পর আল্লাহর রাসুল সা: এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন:"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট.....(সুরা লুক্বমান:৩৪)। এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন: তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন: 'ইনি জিবরীল আ:। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শিখাতে এসছিলেন।' আবু আবদুল্লাহ বুখারী রহ: বলেন, আল্লাহর রাসূল সা: এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (বুখারী:৫০, কিতাবুল ঈমান, বাবু সুয়ালে জিবরীলান নাবিয়া.....), ৪৭৭৭, মুসলিম:৯, ইফা: ৪৮, ই.সে:৪৮ বৃহৎ হাদীসের প্রথমাংশ)

দুই. মুসলিম: সিন, লাম ও মিম অক্ষর দ্বারা গঠিত সিলমুন শব্দ থেকে ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পনের বিপরীত হলো, বিদ্রোহ বা নাফরমানী করা। 'ইসলাম' শব্দটির কর্তৃবাচ্য হচ্ছে মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। কোন মানুষ যখন বিদ্রোহ ছেড়ে আত্মসমর্পণকারী হয়, তখন সেখানে শান্তি নেমে আসে। তাই আত্মসমর্পণ ও শান্তি সমার্থক হয়ে গেছে। ইসলাম মানে হচ্ছে, ঈমান অনুযায়ী আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করা। ইবরাহিম আ: কে বলা হয়েছিল, আসলিম! তিনি বলেছিলেন,"আসলামতু লি রাব্বিল আলামীন"। নিশর্তভাবে আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম।

তিন, মুত্তাকী: ওয়াও, কাফ, ইয়া অক্ষর যুগে গঠিত ওয়াকিউন থেকে তাকওয়া শব্দটি এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায়, অন্তরে সর্বদা আল্লাহর ভয় রেখে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। হযরত ওমর রা: একবার হযরত কা'ব রা: কে তাকওয়ার সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলে বলেন, আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন, হযরত ওমর রা: বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আপনি কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন। হযরত ওমর রা: বলেন, আমি পরিধেয় বস্ত্র সংযত করে চলি। হযরত কা'ব রা: বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া।

তাকওয়া এমন একটা শক্তি, এমন একটা গুণ, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ হক ও বাতিল, ভুল ও সঠিক, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যিনি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে সেটিকেই সত্য হিসেবে মেনে নেন যা তিনি নাযিল করেছেন। তিনি সেটিকেই সঠিক মনে করেন, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যে কাজ বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরো অসংখ্য ক্ষতির সৃষ্টি করে, যে সকল কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। এ ধরণের ক্ষতিকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা খুবই জরুরী। আত্মরক্ষার জন্য আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দরকার বাস্তব ট্রেনিং। পুরো রমাদানে আমাদেরকে সেই বাস্তব ট্রেনিংই দিয়ে থাকে। রমাদানের সিয়াম একমাস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আমাদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

চার,মুহসিন: আরবী 'হুসন' থেকে ইহসান এসেছে। কর্তৃবাচ্য হলো, মুহসিন। ইহসানের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর ব্যবহার। ভালভাবে কোন কাজ সম্পাদন করা, কারো কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'ইহসান হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদাত করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহসান।

একজন ইসলামী বিশেষজ্ঞ বলেছেন,' ইহসান মানে হচ্ছে, কাজ ভালোভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। কাজ করার বিভিন্ন ধরণ আছে। তার একটা ধরণ হচ্ছে যে কাজটা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেটি কেবল নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করা। দ্বিতীয় ধরণ হচ্ছে, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ তার পিছনে নিয়োজিত করে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাকে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা। প্রথম ধরণটি নিছক আনুগত্যের পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য তাকওয়অ ও ভীতিই যতেষ্ট। আর দ্বিতীয় ধরণটি হচ্ছে ইহসান। এ জন্য ভালবাসা প্রেম ও গভীর মনসংযোগ প্রয়োজন হয়।

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি,দুস্থ ইয়াতীমের প্রতি ইহসান তথা সদাচরন করার জন্য কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন," এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ----------(সুরা নিসাঃ৩৬) রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন,"তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।(মুসলিম) প্রথমটি হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সৌন্দর্য আর দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর ইবাদাতের সৌন্দর্য।

ইহসান মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। ইহসানই মানুষকে আশরাফুল মাখলুখাতের মর্যাদা দান করেছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ইহসানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ইহসানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। যিনি ইহসান নামক অমূল্য সম্পদ দ্বারা নিজের চরিত্রকে রাঙান তাকে মুহসিন বলা হয়। মুহসিন ব্যক্তির চারিত্রিক জীবন সুন্দর ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। তার চারিত্রিক সৌন্দর্য তার চারপাশকে মোহিত করে তুলে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসেন, সকল মানুষ তাকে পছন্দ করে। কুরআনে মাজিদে বলা হয়েছে,"তোমরা ইহসান করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইহসানকারীদের ভালবাসেন।(সুরা বাকারাঃ১৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের সাথে আছেন।"(আনকাবুতঃ৬৯)

ইহসানের মত মহৎগুণ ব্যতীত প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিম হওয়া যায় না। কারন ঈমানের বিভিন্ন আহকাম ও আমল সুন্দররূপে সম্পন্ন করার জন্য ইহসান অপরিহার্য। আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে তাঁর ইবাদাত করার জন্য ইহসান দরকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ইহসানকারীরূপে যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে সে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে মজবুত হাতল ধারণ করেছে।" (লুকমানঃ২২) ইহসানের মাধ্যমে মানুষের মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয়। ইহসানই মানুষকে সৃষ্টি জগতের মাঝে শ্রেষ্টত্ব দান করে। ইহসানের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, " উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে।"(রাহমানঃ ৫৫) মূলকথা ইবাদাতের চুড়ান্ত পর্যায় হলো ইহসান। বস্তুত তাসাউফের আসল লক্ষই হলো ইহসানের স্তরে উন্নীত হওয়া। যারা এ সাধনায় রত থাকেন তারা একদিকে যেমন আল্লাহর ইবাদাতের স্বাদ লাভ করতে সক্ষম হন, অপরদিকে আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও তারা থাকেন সহানুভূতিশীল।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645
Email: ashraf.hasan08@gmail.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



নিউইয়র্কেই লোক চক্ষুর আড়ালে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাহাঙ্গীর আলমের দূর্নীতির তদন্ত শুরু হয়েছে। আর এই তদন্তে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন তথ্য। সুত্রের তথ্যমতে গত জুলাই থেকে শেখ হাসিনার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীর আলম স্বপরিবারে এখন নিউইয়র্কেই আছেন। কখনো ওজনপার্কে আবার কখনো বাফেলোতে বাসবাস করছেন। তবে তিনি লোক চক্ষুর আড়ালেই ছিলেন।

অতি সম্প্রতি তার সহায়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে 'পাওয়া অব এটর্নী'র প্রয়োজনে গিয়েছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে। সেখানে কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা তাকে চিনতে পেরে তাকে সেবা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে বিফল হয়ে ফিরে যান কনস্যুলেট থেকে। এর পর থেকে তাকে আর প্রকাশে দেখা যাচ্ছে না। আবারও গাঁ ঢাকা দিয়েছেন তিনি।

এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জাহাঙ্গীর আলমের নামে ও তার মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৩টি ব্যাংক হিসাবের তথ্য পেয়েছে।

ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ হাসিনা গণ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দূর্নীতির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন তার পিয়ন-ই (জাহাঙ্গীর আলম) তো ৪০০ কোটি টাকার মালিক। সে হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। শেখ হাসিনার এমন মন্তব্যের পর জাহাঙ্গীর আলম কৌশলে তড়িঘরি করে দেশ ছাড়েন। চলে আসেন নিউইয়র্কে। তার পরিবারের সদস্যরা আগে থেকেই নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে বসবাস করছিলেন বলে জানা যায়।

আরো জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর আলম পারিবারিকভাবে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী। তার ভিসাও ছিলো। তাই তিনি অবস্থা বুঝেই নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। নিউইয়র্কেই আসার পর থেকেই থাকছেন লোক চক্ষুর আড়ালে।

এদিকে ঢাকার প্রথম আলোর খবরে বলা হয়: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী মো. জাহাঙ্গীর আলমের নামে ও তাঁর মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৩টি ব্যাংক হিসাবের তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ব্যাংক হিসাবগুলোয় প্রায় ৬২৭ কোটি টাকা বিভিন্ন সময়ে জমা হয়েছে। উত্তোলন করা হয়েছে ৬২৫ কোটি টাকা। জমা ও উত্তোলন মিলিয়ে ব্যাংক হিসাবগুলোয় লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৫২ কোটি টাকা। দুদকের অনুসন্ধানে এ তথ্য পাওয়া গেছে। দুদক বলছে, জাহাঙ্গীর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন ১৮ কোটি ২৯ লাখ টাকার। তাঁর স্ত্রী কামরুন নাহারের নামে ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে।

দুদকের উপপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন গত ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, জাহাঙ্গীর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দুর্নীতি অনিয়মের মাধ্যমে তাঁরা প্রায় ২৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।

দুদক জানিয়েছে, জাহাঙ্গীরের প্রায় ১৯ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠান স্কাই রিঅ্যারেঞ্জ লিমিটেডের নামে নোয়াখালীতে খোলা একটি ব্যাংক হিসাবে চলতি বছরের ৮৩ দিনে ১৭৮ কোটি টাকা জমা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ওই হিসাব থেকে সমপরিমাণ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ওই ব্যাংক হিসাবে বিভিন্ন সময় মোট প্রায় ৫৫৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। নিজে জীবিকা নির্বাহের জন্য চিত্রনায়িকার গাড়ি চালিয়েছেন। জাতীয় সংসদে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। পরে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

শেখ হাসিনা গত জুলাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জাহাঙ্গীর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক...কী করে বানাল এত টাকা? জানতে পেরেছি, পরেই ব্যবস্থা নিয়েছি।'

প্রথম আলো গত জুলাইয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিল জাহাঙ্গীর আলম, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। তখন জাহাঙ্গীর মুঠোফোনে বলেন, 'আমার চৌদ্দগুষ্টির সম্পদ বিক্রি করলেও ৪০০ কোটি টাকা হবে না। আমার ট্যাক্স ফাইল (কর নথি) সরকারি দপ্তরে জমা দেওয়া আছে। এর বাইরে কোনো সম্পদ নেই।' যদিও দুদক এখন জাহাঙ্গীরের অবৈধ সম্পদের খোঁজ পেল।

জাহাঙ্গীরের গ্রামের লোকজন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সূত্রে জানা গেছে, তিনি অর্থবিত্তের মালিক হতে শুরু করেন ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয় ব্যবহার করে তিনি নিয়োগ-বাণিজ্য, বদলিসহ নানা তদবির করতেন।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীর নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করে বেড়াচ্ছেন। তবে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

এক মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ার পাবেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের সাইটে এ ঘোষণা দিয়েছে। ট্যাক্স পেয়ারদের অব্যাহত সহযোগিতার অংশ হিসেবে এমন ঘোষণা দিয়েছে। আইআরএস বলছে, ২০২১ সালে যারা রিকোভারি রিবেট ক্রেডিট ক্লেইম করে নাই এমন ১ মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ারদের ২০২৫ সালের জানুয়ারীর মধ্যে ১৪০০ ডলার করে চেক পাঠাচ্ছে ।

২০২০-২১ সালে করোনার সময়ে স্টিমিউলাসের জন্য পেনডামিক চেক দিয়েছিলো আইআরএস। অনেকেই স্টিমিউলাসের জন্য এলিজিবল থাকলেও, ট্যাক্স ফাইলে তখন তা ঘোষণা করে নাই। আবার যাদের ২০২১ সালে ইনকাম ছিলো না, আবার ট্যাক্স ফাইল না করার কারণে ওই সুবিধা পায় নাই। আইআরএস এসব ক্যালকুলেট করে, এক মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ারদের মাঝে, এক হাজার চারশো ডলার অটোমেটিক পেমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আইআরএস এর বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানিয়ে মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ বলেন যারা ২০২১ সালে ট্যাক্স পে করে রিকভারি রিবেট করেননি, তাদেরকে ১৪০০ ডলারের চেক দিবে আইআরএস।

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডি ও এস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

ফাইনাল একশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএস সিআইএস /ডিওস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স

প্রথম:- (এফ ১) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয় :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ, (এফ ২ এ) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান:- জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি,(এফ ২ বি) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয় :- (এফ ৩) :- ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা:- জুলাই ১, ২০১০।

চতুর্থ :- (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদেন ভাই বোন। আগস্ট ১, ২০০৭।

এ সম্পর্কে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন

বিয়ের পর গ্রীন কার্ড নিয়ে এদেশে এসেছি।



কিন্তু আমার সেই গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না। এ বিষয়ে এই বিভাগের মাধ্যমে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর

শর্তসাপেক্ষে গ্রীনকার্ড:- আমার ধারনা আপনার পাওয়া গ্রিন কার্ডটি হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ গ্রীনকার্ড। গ্রিন কার্ডের আবেদনের সময় স্বামী বা স্ত্রীর বিয়ের বয়স দুই বছরের কম হলে তখন তাকে সর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড বলে। সর্তসাপেক্ষ এবং তার মেয়াদ হবে মাত্র দুই বছর সে ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সর্ত্য প্রত্যাহার এবং দশ বছরের গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করা। লক্ষ্য হচ্ছে ইউএস-এর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া।

শর্তসাপেক্ষে গ্রীন কার্ড কি?

শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য যেকোন গ্রিন কার্ড ধারির মতই ইউএসএ তে থাকতে পারবেন। কাজ করতে পারবেন। তবে পূর্ণ দশ বছরের গ্রীন কার্ড পাওয়ার পূর্বে তার মেয়াদ হবে মাত্র দুই বছর। শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড কখনো নবায়ন হয় না। যদি দুই বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড আপ টু ডেট করে ১০ বছরের পুরনো গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন না করা হয় তবে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো ইউএসএ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। গ্রীন কার্ড এর উপর লেখা সিআর এর অর্থ হচ্ছে কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট।

শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কি?

শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টরা মাত্র দুই বছরের ও নবায়নযোগ্য গ্রীন কার্ড পেয়ে থাকেন স্থায়ী মৎববহ পধৎফ এর পরিবর্তে। স্থায়ী গ্রীন কার্ড হচ্ছে ১০ বছরের মেয়াদী এবং নবায়নযোগ্য। অস্থায়ী গ্রীন কার্ড থেকে শর্তসমূহ প্রত্যাহার করার জন্য শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে স্থায়ী গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। বিবাহ ভিত্তিক গ্রীন কার্ডের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। এরপর ১০ বছর মেয়াদী স্থায়ী গ্রীন কার্ড পাওয়া যাবে।

এর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই কনডিশনাল গ্রীন কার্ড হারালে কেমন হবে

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড নবায়ন হয় না। গ্রীন কার্ড হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। আরো উল্লেখ্য যে, ডুপ্লিকেট গ্রিন কার্ড এর মেয়াদ ও প্রকৃত গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে হারিয়ে যাওয়া গ্রীন কার্ডের তারিখেই। দুই বছর মেয়াদ শেষে আপনি স্ট্যাটাসহীন বলে বিবেচিত হবেন। ইমিগ্রেশন ডিপোর্ট করে দিতে পারবে। আপনাকে আই ৭৫১ ফরম পূরণ করে দশ বছর মেয়াদী স্থায়ী গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করতে না পারলে বিলম্বে ফাইল করা আবেদন ইমিগ্রেশন সাধারনত গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব আই ৭৫১ ফরমে স্থায়ী গ্রীন কার্ডের আবেদনের আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে যথাযথ তথ্যপত্র সহ পরামর্শ করা প্রয়োজন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

পদচ্যুত শেখ হাসিনার শেষ ৫ বছরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)
নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে বুধবার গাজীপুরের টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা মাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় চার জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন। গত ২০শে অক্টোবর রাতে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে মো. ইমরান (২২) নামে এক শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তিনি মিরপুর বাঙলা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। নিহতের ভাই মো. সুমন বলেন, আমার ভাই মিরপুর বাঙলা কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের শিক্ষার্থী ছিল। সেদিন রাতে বাদশা নামের স্থানীয় এক সন্ত্রাসী আমাদের বাসা থেকে টেলিফোনে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে আমার ভাইকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, ২০১৯ সালে সারা দেশে হত্যা মামলা হয় ৩ হাজার ৬৫৩টি, তারমধ্যে ডিএমপি'তে ২০৮টি, ২০২০ সালে ৩ হাজার ৫৩৯টি, তারমধ্যে ডিএমপি'তে ২১৯টি, ২০২১ সালে ৩ হাজার ২১৪টি, ডিএমপি'তে ১৬৬টি, ২০২২ সালে ৩ হাজার ১২৬টি, ডিএমপি'তে ১৭২টি, ২০২৩ সালে ৩ হাজার ০২৩টি, তারমধ্যে ডিএমপি'তে ১৬৫টি এবং ২০২৪ সালে ৩ হাজার ৮০৪টি, তারমধ্যে ডিএমপি'তে ৫১৪টি হত্যা মামলা হয়। চলতি বছরের (জুলাই-নভেম্বর) পর্যন্ত সারা দেশে হত্যা মামলা হয় ২ হাজার ২৭১টি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক মানবজমিনকে বলেন, দেশের বাস্তবতায় কোনো একটি রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখনকার অপরাধের পরিস্থিতি একরকম থাকে। অরাজনৈতিক কোনো সরকার থাকে তখনকার অপরাধ পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যেও একটা ভিন্নতা রয়েছে। বর্তমান সময়ে অপরাধ প্রবণতা, সহিংসতা, সংঘাত, খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এই ধরনের অপরাধগুলো অনেক কমে আসার কথা, এটাই আমরা প্রত্যাশা করেছি কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। একটি রাজনৈতিক দলের সরকারের পতনের পর নতুন যে অরাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এসেছেন তাদের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো পুরপূর্ণভাবে স্বাভাবিক হয়নি। তিনি আরো বলেন আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করতে পারি না। এই বিচার নিশ্চিত করতে না পারা দুইটা কারণে সেটি হচ্ছে- আইন বা মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াগত ধাপে কিছু জটিলতা রয়েছে এবং কিছু কিছু মামলা আছে যেটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করে মামলাটিকে বিলম্বিত করে। দেশে একটি চক্রই তৈরি হয়েছে যারা অপরাধটি তার আয়-উপার্জনের উৎস মনে করছে। বর্তমান সরকার জনআকাঙ্ক্ষার সরকার। জনআকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো ছিল কোনো ধরনের হয়রানি হবে না, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা থাকবে না, মানুষ তার স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে আইন এবং সাংবিধানিকের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সেটি তো হচ্ছে না। পুলিশ, প্রশাসন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবাই যে একেবারে ভালো হয়ে গেছে সেটি কিন্তু নয়। এই জুলাই বিপ্লবের মধ্যদিয়ে যদি মানুষের পরিবর্তন না হয়, মানবিকতা না আসে তাহলে তো এটি বৃথা হয়ে যাবে- সেটি যে সরকারই থাকুক না কেন? যেই অপরাধী হোক, তার পরিচয় শুধুই অপরাধী।
তিনি আরও বলেন, আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিজেরাই বলছেন তারা এখনো পরিপূর্ণভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারছে না, তবে আগের থেকে মাত্রা কিছুটা বেড়েছে। জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতা যাদেরকে আমরা হারিয়েছি, যারা শহীদ হয়েছেন সেই বিচারের জন্য কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত পুলিশ নিহত হয়েছেন, কাদের হামলায় তারা নিহত হলেন- এরকম কোনো আইনগত ব্যবস্থা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করিনি। দেশে সামান্যতম পরিস্থিতি তৈরি হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ে আমরা যতই আলোচনা-সমালোচনা করি না কেন তাদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। সেই নির্ভরতার জায়গা থেকে তাদের যে জুলাই বিপ্লবের পরে পূর্ব-প্রস্তুতি, অবস্থান-মর্যাদা, নৈতিক মনোবল বা সংকটকে দূরীভূত করার প্রস্তুতি বা এই অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যে ব্যবস্থা, মাঠ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের যে সমন্বয়টা এই জায়গাতে ঘাটতি রয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর গণমাধ্যমকে বলেন, বিভিন্ন কারণে খুনের ঘটনা ঘটছে। এটি সংখ্যায় কখনো কমে আবার কখনো বাড়ে। এসব মামলা তদন্তে গিয়ে দেখা যায় জমি সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক বিবাদ, রাজনৈতিক ক্ষোভ, পরকীয়া, মাদক বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কারণে হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে। দেশে খুন সহ সকল অপরাধের মাত্রা যাতে কমিয়ে আনা যায় এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।

এক বছরে পৌনে ৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)
সংখ্যা। বহিষ্কৃতদের ৮৮,৭৬৩ জন অবৈধ অভিবাসী বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত। এর মধ্যে ৪৭,৮৮৫টি সহিংস হামলা, ১৬,৫৫২টি যৌন অপরাধ, ১০,৮৬২টি অস্ত্রসংক্রান্ত অপরাধ, ৯,৪৫৩টি ডাকাতি, ২,৬৯৯টি হত্যাকাণ্ড এবং ২,৪২৩টি অপহরণের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন।
ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলছে, গত দশ বছরের যে কোনো বছরের তুলনায় গত এক বছর সময়কালে এই ডিপোর্টেশন সবচেয়ে বড় রেকর্ড। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং তার প্রশাসন শুধুমাত্র দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করতে দিয়েছে সেটি যে সত্য নয় এ ডিপোর্টেশন প্রতিবেদন সেটি প্রকাশ করে। এক দশকের মধ্যেও এ বহিষ্কার রেকর্ড করেছে।
আইসিই জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করা ব্যক্তিদের আটক করতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বহিষ্কারের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপ এবং দেশগুলোকে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের গ্রহণে রাজি করাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিলো ফলপ্রসু। এজন্য লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশগুলিতে বহিষ্কৃতদের ফেরত পাঠানো হয়। বিশেষ করে চীনে কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বহিষ্কার কার্যক্রমে নিজ নাগরিকদের গ্রহণে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি সেখানেও বহিষ্কৃতদের ফেরত পাঠানো হলে চীন তাদের নাগরিকদের গ্রহণ করে।
আইসিই কর্মকর্তা প্যাট্রিক লেকলাইটনার এক স্টেটমেন্টে জানান, আমাদের ওয়ার্কফোর্স অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। এটি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের কর্মকর্তারা ক্রাইম তদন্ত করে এবং কংগ্রেসে পাস হওয়া আইন কার্যকর করে এ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাদের এ প্রতিষ্ঠানে ফান্ড ও আনুষাঙ্গিক যে সকল লজিস্টিক সাপোর্ট তুলনামূলক কম দেওয়া হয়।
ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি শপথ নেয়ার পর থেকেই তাঁর প্রশাসন গণ ডিপোর্টেশন শুরু করবেন। আর এই ডিপোর্টেশন হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ অবৈধ অভিবাসী ডিপোর্টেশন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জানাননি তিনি কিভাবে ব্যাপক ডিপোর্টেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। কারণ ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এর লোকবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট সীমিত।
আইসিই এজেন্সির বার্ষিক প্রতিবেদনেও এ সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে জানানো হয়েছে, এজেন্সীর কর্মী সংখ্যা প্রায় ৬,০০০, যা এক দশক ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে আইসিই'র অধীনে আটক কেন্দ্রে ৪১,০০০ আসনের বেড রয়েছে। তবে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সংখ্যা ১,০০,০০০ তে বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)
বিচার কার্যক্রম চলছে জোরেশোরে। ইতোমধ্যে একমাত্র আসামি হিসেবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। প্রসিকিউশন দলও তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে রকেট গতিতে। তিন মাসের মধ্যে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।
এ ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি অভিযোগে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তবে আমাদের লক্ষ্য সবার আগে অপরাধের 'নিউক্লিয়াস' শেখ হাসিনার বিচার। সেভাবেই তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন দল কাজ করছে। আশা করছি, তিন মাসের মধ্যে আমরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে পারব। তদন্ত শেষ হলে অভিযোগ (চার্জ) গঠনের মাধ্যমে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানান তিনি।
বিচার প্রক্রিয়ায় তড়িঘড়িকে সন্দেহের চোখে দেখছে আওয়ামী লীগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলটির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাসহ দলের নেতাদের নির্বাচনের বাইরে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সাজা দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।
অবশ্য আইসিটি আইনে কোনো ব্যক্তির সাজা হলে তিনি আজীবন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। ভোটার তালিকা থেকেও বাদ পড়বেন। সংসদ নির্বাচনের আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা রয়েছে।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট পালিয়ে ভারতে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর পর সারাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়লেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সব অভিযোগের একটি মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। আরেকটি মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর পর তদন্ত সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই মাস সময় দেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের পর গত সাড়ে তিন মাসে তিন শতাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। এগুলোর মধ্যে হত্যা, গণহত্যা, গুম, হত্যাচেষ্টা, নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, পিলখানা ট্র্যাজেডিসহ বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধ রয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ১৬৮টি অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ রয়েছে ৪৪টি।
'হাসিনার বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট জারি হয়নি'
চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আসে গত ১০ নভেম্বর শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে রেড অ্যালার্ট নোটিশ চেয়ে ইন্টারপোলে চিঠি দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন দল। তবে গতকাল রোববার দুপুরে পুলিশ সদরদপ্তরের মুখপাত্র এআইজি এনামুল হক সাগর সাংবাদিকদের বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির তথ্য সঠিক নয়। এ জন্য অনেক আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু সেটি এখনও কার্যকর হয়নি।
কারও বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি হলে তাঁর ছবিসহ ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তবে গতকাল সংস্থাটির ওয়েবসাইটেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি।

গণ-ডিপোর্টেশনের প্রথম শিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)
তিনি সেটাই করবেন।
সম্প্রতি গত ১ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৭১,৪৮৪ জন অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ৮৮,৭৬৩ জনই বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত।
এদিকে স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি নিউইয়র্কের মেয়র এরিক এডামসও সম্প্রতি ট্রাম্পের গণ ডিপোর্টেশনে সহযোগিতা করবেন বলে তাঁর মত দিয়েছেন। অপরাধী ও অনথিভুক্তদের গণ ডিপোর্টেশনে আইসিইকে তাঁর প্রশাসন সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন মেয়র। এছাড়াও স্যাঙ্কচুয়ারি সিটির আইন শিথিলেও নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষরের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র অ্যাডামস।
মঈন লো ফার্মের এটর্নী মঈন চৌধুরী জানান, যারা ইতোমধ্যে কেইস করে সেটা আদালতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে তারা কোন আপিল করেননি এবং এছাড়া যারা গুরুতর অভিযোগে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন যারা ও ডমোস্টিক ভায়োলেন্সে যারা অপরাধ স্বীকার করে মুক্তি পেয়েছেন তারাই এই গণ ডিপোর্টেশনের প্রথম শিকার হবেন। কারণ এমন অভিবাসীদের ডিপোর্টেশনে আইনী কোন বাধা নেই। এরজন্য কোন নতুন আইন কার্যকর করতে হবেনা। যাদের কেইস আদালত এবং সার্ভিসে পেন্ডিং আছে তাদের কোন সমস্য হবেনা। তবে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেকোন অপরাধ থেকে সরে থাকতে। এছাড়া এদেশে যেকোন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ হলে এসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে যাদের কেইস পেন্ডিং আছে। কারণ সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পুলিশ যে কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারবে। পরবর্তীতে এজন্য অনেক সমস্যায় পড়তে পারেন।
এটর্নী মঈন চৌধুরী জানান, অভিবাসন প্রত্যাশী অনেকেই আছেন যারা ডমোস্টিক অপরাধের দায় স্বীকার করে হলফনামা দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের কমিউনিটির অনেকেই আছেন পারিবারিক কলহে জড়িয়ে যখন তখন পুলিশ কল করেন। পরবর্তীতে পুলিশের কাছে বা আদালতে দায় স্বীকার করে লিখিত দিয়ে মুক্ত হোন। এটা কখনোই করা উচিত না। এটা ডমেস্টিক ভায়োলেন্স।
তিনি গণ-ডিপোর্টেশন নিয়ে ভীত না হচে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কমিউনিটির লোকজনদের। কোন পুলিশ কেস হলে সেটা এটর্নির সাথে পরামর্শ করে দায় স্বীকার লিখিত দেওয়ার জন্য পরামর্শও দিয়েছেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
71-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

কমিউনিটির বিকেন্দ্রীকরণের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে, বিগত বছরগুলো থেকে বাঙালি কমিউনিটির বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাবে সেই জৌলুসে ভাটা পড়ছে। জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসা বাণিজ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে সিটির বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশী ব্যবসার প্রসার ঘটায় জ্যাকসন হাইটস ভিত্তিক নির্ভরতা অনেক কমেছে। বর্তমানে সিটিতে প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি পরিবার বসবাস করছেন। দিন দিন নিউইয়র্কে বাঙালি কমিউনিটির প্রসার ঘটছে। তবে কমিউনিটির এ প্রসার শুধুমাত্র জ্যাকসন হাইটস কেন্দ্রীক থাকছেনা। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বোরসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত বাংলাদেশীরা স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি নির্ভর ব্যবসা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পরিচালনায় যুক্ত হচ্ছেন। এক দশক আগেও বাংলাদেশী, ভারতীয়সহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল পণ্যের গ্রোসারী স্টোর, রেস্টুরেন্ট ছিলো শুধুমাত্র জ্যাকসন হাইটসে। বর্তমানে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রঙ্কস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজনপার্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন অনেক গ্রোসারী ও সুপারশপ এবং রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এসব পণ্য ক্রয়ে এখন আর জ্যাকসন হাইটসে যেতে হয়না। এছাড়াও জ্যাকসন হাইটসের নিরাপত্তাসহ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবনতি ঘটায় কমিউনিটির অনেকেই জ্যাকসন হাইটস বিমুখ হয়ে পড়েছেন। এজন্য ব্যবসায়ও কিছুটা মন্দাভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, গত ছয়মাসে এখানকার ব্যবসা নেমে এসেছে অর্ধেকেরও নীচে । ট্রাফিক, পার্কিং সমস্যা, স্থানীয় নিরাপত্তা ঘাটতির পাশাপাশি, কমিউনিটির বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবসার এমন হাল হয়েছে। তবুও বাংলাদেশের অনুভব পেতে নিউইয়র্ক ও অন্যান্য স্টেট থেকে আসা বাঙালিরা ছুটে যান জ্যাকসন হাইটসে। কারণ জ্যাকসন হাইটসের স্ট্রিট ফুড ও রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাদ অতুলনীয়।

ভার্জিনিয়া থেকে জ্যাকসন হাইটসে আসা মিস চৈতি বলেন, আমি ভার্জিনিয়াতে থাকি। নিউইয়র্কে এসেছি একটি কাজে। ভার্জিনিয়ায় বাঙালি খাবার পাওয়া যায়না তেমন। বিশেষ করে স্ট্রীট ফুড। জ্যাকসন হাইটসের ফুচকার স্বাদ অতুলনীয়। তাই আমি ও আমার বান্ধবী নিউইয়র্ক আসলে জ্যাকসন হাইটসে আসি ফুচকা ও দেশীয় খাবারের স্বাদ নিতে। এছাড়া এখানে আসলে মনে হয় আমরা ঢাকার নিউমার্কেট ও নীলক্ষেতের ভাইব পাওয়া যায়।এখানে অনেক বাঙালী কমিউনিটির আনাগোনা। এখানে আসলে পরিচিত অনেকের সাথেও দেখা মিলে। তবে আগে যেমন বাংলাদেশীদের আনাগোনা দেখা যেত। বিগত কয়েকবার ধরে এখানে আসলে সেরকম কমিউনিটির লোকজনকে তেমন দেখা যায় না। এটি কিছুটা মিস করি। কথা হয় আরেক বাংলাদেশী কর্মজীবি নারী জোহানার সাথে। তিনি বলেন, প্রবাস জীবনে সবাই ব্যস্ত দিন পার করেন। কিন্তু উইকেন্ডে এই জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের পদচারণায় মুখর থাকতো। কারণ এখানে আসলে বাংলাদেশী বন্ধু, স্বজনদের সাথে স্বাক্ষাতের সুযোগ হতো। পাশাপাশি দেশীয় সবধরণের নিত্যপণ্য পাওয়া যেতো। এছাড়াও উইকেন্ডকে ঘিরে ডাইভার্সিটি প্লাজা ও আশেপাশের রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশীদের সভা সমাবেশ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন হতো। পরিবার পরিজন নিয়ে কমিউনিটির লোকজন সপ্তাহে অন্তত একবার আসতেন। কিন্তু এখন সেটা অনেক কমে গেছে। প্রায়ই চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। এর জন্য এখানকার নিরাপত্তা ঘাটতিও প্রভাব ফেলেছে।

জ্যাকসন হাইটসে বাজার করতে আসা প্রবীণ মো. আক্তার হোসেন বলেন, আমি ৩০ বছর ধরে নিউইয়র্কে আছি। আগে কর্মব্যস্ততার পর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার করতে আসলে একই সাথে অনেক পরিচিতজনদের সাথে দেখা হতো আড্ডা হতো। এখন সেটি আর হয়না। কদাচিৎ কারো সাথে দেখা হয়। প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে আমিও এখন তেমন আসিনা। এখন কমিউনিটির লোকজন ব্রঙ্কস, জ্যামাইকাসহ সিটির বিভিন্ন স্থানে যেখানেই বসবাস করছেন সেখানেই আশেপাশে বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সুপারশপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেটা আগে শুধু এখানেই ছিলো। তাই কমিউনিটির লোকজন তাদের বাজার থেকে শুরু করে সব কিছু সেরে নিচ্ছেন ওইসব এলাকায় ।

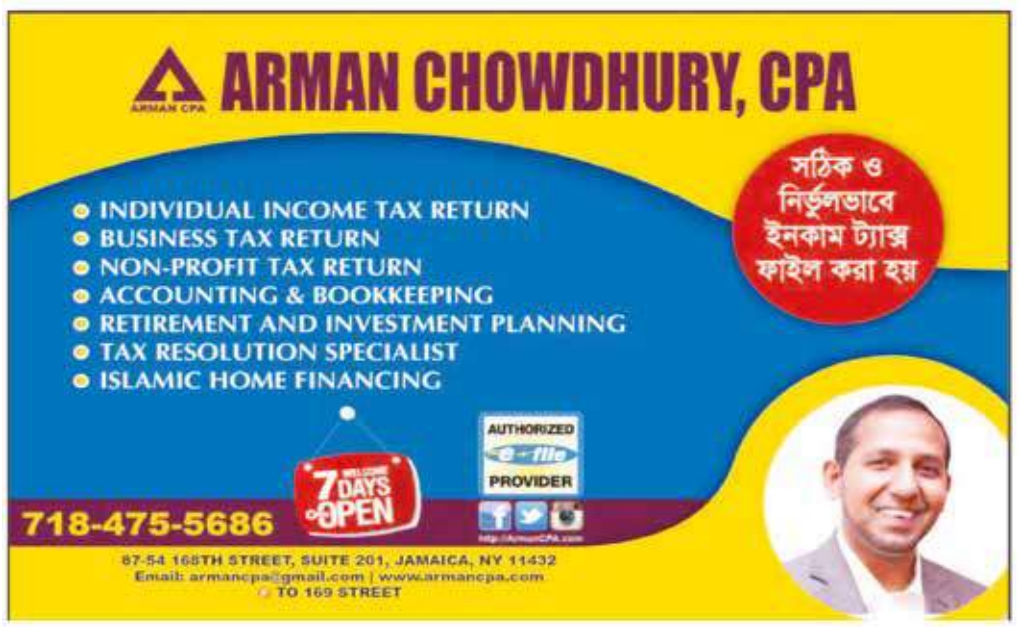
ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও বাংলাদেশ প্লাজার কর্ণধার মিনা ফারাহ বলেন, বাংলাদেশীসহ এশিয়ার কমিউনিটির কাছে বেশ সমাদৃত এই। দেশীয় নিত্যপণ্য, রেস্টুরেন্ট, জুয়েলারী স্বর্ণের দোকান ও কাপড়ের দোকানসহ সব কিছুই রয়েছে এখানে। যা নিউইয়র্কের কোন এলাকায় নেই। এখানকার কাপড় ও স্বর্ণের দোকান পুরো যুক্তরাষ্ট্রে বেশ সুপরিচিত। বর্তমানে কিছুটা মন্দাভাব রয়েছে। তবে এটা কেটে যাবে। জ্যাকসন হাইটস সব সময়ই বাংলাদেশীদের প্রিয় স্থান ছিলো। থাকবেও।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জাবেদ উদ্দিন বলেন, জ্যাকসন হাইটস হলো কমিউনিটির মানুষদের মিলনমেলার অন্যতম স্থান। এখন কমিউনিটির মানুষ শুধু নিউইয়র্ক কেন্দ্রীক না। অনেকেই সিটি ছেড়ে অনেক স্টেটে চলে যাচ্ছেন। এটা যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটির প্রসার হচ্ছে। তবে বাংলাদেশীরা জ্যাকসন হাইটস কখনো ছাড়তে পারবেন না। কিছুটা সমস্যা আছে এখানে। যেমন ট্রাফিক, পার্কিং, নিরাপত্তা ঘাটতি। এসব সমস্যা নিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সিটি কর্তৃপক্ষকে অবগত করে সমাধান করলে জ্যাকসন হাইটস আবারো স্ব-গৌরবে ফিরবে।

তিনি আরো বলেন, আগে শুধু জ্যাকসন হাইটসে কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধা সহজতর ছিলো। এখন জ্যামাইকাসহ সিটির বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি হল ও পার্টি হল গড়ে ওঠেছে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে। তাই স্থানীয়ভাবে অনেকেই নিজ এলাকার পাশেই এসব আয়োজন করতে পারছেন।

কমিউনিটির বিশিষ্ট সিপিএ মোহাম্মদ চিশতি বলেন, এখন শুধু নিউইয়র্ক সিটির ৫ বোরো নয় বিভিন্ন আপস্টেটে কমিউনিটির লোকজন মুভ করছে। কমিউনিটির প্রসার ঘটছে। বছর তিনেক ধরে জ্যাকসন হাইটসে হোমলেস মানুষের উৎপাত ও কিছুটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতির জন্য এখানে প্রভাব পড়েছে। এছাড়াও এখন অনলাইন ব্যবসার প্রভাবে এখানকার ব্যবসায় কিছুটা ভাটা পড়তে পারে বলে আমার ধারণা। তবে এখানকার ট্র্যাডিশনাল রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের ও স্বর্ণের দোকানগুলো এখনো সমৃদ্ধ। ঈদ, পূজা কিংবা অন্যান্য উৎসবকে ঘিরে, অতীতের মতো মন্দাভাব কাটিয়ে, জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আবারও ফিরবে স্বরুপে এটাই আশা।









Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডনে ৩০০ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রবিবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে ৯ প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ও মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ১৭ ডিসেম্বর থেকে তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে কাজ শুরু হয়।

দুদক সূত্র জানিয়েছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প, বেপজাসহ ৯টি প্রকল্পে এসব অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে।

এক দশক পর ফিরল 'আমার দেশ'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দৈনিক 'আমার দেশ' প্রায় এক দশক পর আবার প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় এ পত্রিকাটি। পুনর্যাত্রায় রবিবার (২২ ডিসেম্বর) পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়েছেন পাঠকরা। সাপ্লিমেন্টসহ ৪৮ পৃষ্ঠার এই কাগজ ভোর থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছাতে শুরু করে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালে বাজারে আসে 'আমার দেশ'। পরে আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে পত্রিকাটি ২০১৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে, ২০১০ সালের জুনেও ১০ দিনের জন্য পত্রিকাটি বন্ধ করে দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে প্রায় দেড় মাস পর সাড়ে পাঁচ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক মাহমুদুর রহমান দেশে ফেরেন। তার নেতৃত্বে কারওয়ান বাজারের নতুন কার্যালয় থেকে এখন আবার 'আমার দেশ' পত্রিকা বেরুচ্ছে।

মাহমুদুর রহমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "শূন্য থেকে শুরু করে দুই মাসের মধ্যে জাতীয় পত্রিকা বের করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পুনঃপ্রকাশের এই নতুন যাত্রায় পত্রিকাটি জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করবে। পত্রিকাটি সঠিক খবর তুলে ধরার

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিএনপি'র মনোভাব কি বদলাচ্ছে?

বিবিসি বাংলার পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন



অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি শুরু থেকেই সমর্থন ও আস্থা প্রকাশ করে এলেও নির্বাচনের 'সুস্পষ্ট' সময়সীমা নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় এখন প্রতিনিয়ত অসন্তোষ জানাচ্ছেন দলটির নেতারা।

রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বিএনপি'র রোডম্যাপ ঘোষণার তাগিদের মুখে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য সময়সীমা ঘোষণা করেন। কিন্তু, তাতে 'অস্পষ্টতার' অভিযোগ তুলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব।

এর আগেও, উপদেষ্টাদের কারো কারো বক্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা গেছে দলটিকে। উপদেষ্টাদের সেসব বক্তব্যে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে যে ভাষ্য প্রকাশ পেয়েছিল তাতে বিএনপি'র প্রতিই ইঙ্গিত ছিল বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে সব কথা মূলত নির্বাচন ও সংস্কারকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

নির্বাচন নাকি সংস্কার, কোনটি অগ্রাধিকার পাবে এই প্রশ্নেই বিভক্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলো।

বিএনপি ন্যূনতম জরুরি সংস্কার করে নির্বাচনের পক্ষে আর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা, জামায়াত এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেয়ার পক্ষপাতী।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ডেমোক্রেটিক অর্ডারে (গণতান্ত্রিক ধারায়) দেশটাকে ফিরিয়ে নেয়া এক নাম্বার প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার)।"

"১৬ বছর ধরে মানুষ রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে গণতন্ত্রের জন্য, দেশের ওপর তার মালিকানা ফিরে পাবার জন্য। যারা সেটা অনুধাবন করতে পারবেন না সেটা তাদের সমস্যা, আমাদের সমস্যা নয়," যোগ করেন মি. চৌধুরী।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলছেন, "এখনো আশা করি আমাদের মতামত আমলে নিয়ে তারা সঠিকভাবে দেশটা

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘকে এখনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেয়নি সরকার

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বানে দু'দফা বাংলাদেশে আসে জাতিসংঘের তদন্ত দল। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ওপর সরকারি বাহিনীগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করে। তবে সরকারের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে তারা প্রতিবেদন দিতে পারেনি বলে জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা জানান, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানায়। বিষয়টি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলা হলেও অপরাধ এবং অনেক অপরাধীর তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতা লক্ষ্য করা গেছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এ কারণে তথ্যানুসন্ধান দল তাদের প্রতিবেদন শেষ করতে পারছে না। অবশ্য নতুন করে জানুয়ারির মধ্যভাগে প্রতিবেদন শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ায় প্রতিবেদনও অসম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি।

চাহিদা অনুযায়ী জাতিসংঘকে তথ্য দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে স্বীকার করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ অনুবিভাগের মহাপরিচালক ও মুখপাত্র তৌফিক হাসান। তিনি সমকালকে বলেন, 'তথ্যানুসন্ধান মিশনের চাহিদার ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগ থেকে যেসব তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ে দেওয়া হয়েছে।'

জানা যায়, তথ্যানুসন্ধানী দল জাতিসংঘের স্বীকৃত পদ্ধতি মেনে তদন্ত কার্যক্রম চালায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়াও অনুসরণ করে। যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবে, তার সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাংলাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত নৃশংস ঘটনার মূল উৎস বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সুপারিশ করে ডিসেম্বরের শুরুতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিতে চেয়েছিল জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের প্রতিনিধি দল। কিন্তু তা হয়নি। এখন তারা জানুয়ারির মাঝামাঝি প্রতিবেদন জমার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকারের আমন্ত্রণে আগস্টের শেষ দিকে প্রাথমিক অনুসন্ধানে ঢাকায় আসেন মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের তিন সদস্য। তারা কীভাবে কাজ করবেন, কী সহযোগিতা লাগবে তা সরকারকে জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের চাহিদা সম্পর্কে জেনে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা সারে। এর পর মূল তদন্ত দল ঢাকায় আসে সেপ্টেম্বরে। চার সপ্তাহ বিভিন্ন জেলা সফর করে মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ফিরে যায়।

তথ্যানুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা বলেন, ঢাকার পক্ষ থেকে তদন্তের স্বার্থে সব ধরনের নথি যাচাই করার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চাহিদা অনুযায়ী নথি মেলেনি। বাংলাদেশ সরকার তথ্য দিয়েছে ঠিক, তবে তা আংশিক। জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার ওপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর বিষয়ে তথ্য চেয়ে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি।

গত ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক চিঠিতে বাংলাদেশকে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তথ্য-উপাত্ত চায়। প্রথমবার ১২ সেপ্টেম্বর তথ্যানুসন্ধান দল সরকারকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তথ্য দিতে বলেছিল। কিন্তু সরকার তা পারেনি। পরে অক্টোবরে আবারও চিঠিতে ৪ নভেম্বর সময় বেঁধে দেয়। এবারও ব্যর্থ হয় সরকার। অবশ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, সম্প্রতি তারা জাতিসংঘকে তথ্য দিয়েছে। কিন্তু কবে, তা বলতে রাজি হননি সংশ্লিষ্টরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্র-জনতার পাশাপাশি একটি ভিতের ওপর টিকে রয়েছে। জুলাই-আগস্টে বাহিনীগুলো যে ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তা নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতি সম্ভব ছিল না। ফলে সরবরাহ করা তথ্য বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। সরকার মনে করছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ ধরনের তথ্য গেলে যেমন দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে, তেমনই বাহিনীগুলো বিশ্বে নানা সমালোচনা ও হয়রানির মুখে পড়বে। অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন করে দেশকে গড়ে তোলার কাজ ব্যাহত হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একাধিকবার জাতিসংঘ দল অনুরোধ জানালেও সাড়া মেলেনি বলে সংশ্লিষ্ট

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

দুই মাসে ৬০ হাজার রোহিঙ্গার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ



বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে দুর্নীতির কারণে রাখাইন থেকে গত দুই মাসে বাংলাদেশে ৬০ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। দুর্নীতির কারণে জল-স্থল সীমান্তের নানা রুট দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ আটকানো খুব কঠিন হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে দুর্নীতির কারণে রাখাইন থেকে জল-স্থল সীমান্তের নানা রুট দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ হচ্ছে। আটকানো খুব কঠিন হচ্ছে।

বাংলাদেশে নতুন করে ৬০ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, সরকারের নীতিগতভাবে অবস্থান ছিল আর কোনো রোহিঙ্গাকে যেন ঢুকতে না পারে। তবে পরিস্থিতি কখনো কখনো এমন দাঁড়ায় যে কিছু আর করার থাকে না। সে রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ৬০ হাজার রোহিঙ্গাকে ঢুকতে দিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে যে তাঁদের ঢুকতে দেয়া হয়েছে তাও নয়, তাঁরা বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন কৌশলে ঢুকেছে।'

তৌহিদ হোসেন আরও বলেন, 'আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রচুর দুর্নীতি আছে সীমান্তে। এটা অস্বীকার করার কোনো অর্থ নেই। দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর রোহিঙ্গা নৌকা নিয়ে ঢুকছে। একটা সীমান্ত দিয়ে যে ঢুকছে বিষয়টা এমন নয়, বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তারা প্রবেশ করছে, যা আটকানো খুব কঠিন হচ্ছে। রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পুরো অঞ্চলে কীভাবে অশনিসংকেত সৃষ্টি করছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তৌহিদ হোসেন বলেন, 'এখন বয়স্ক যেসব রোহিঙ্গা আছেন, তাঁরা হয়তো পরিস্থিতি মেনে নেবেন। তবে আগামী ৫ বছর পর যেসব তরুণ রোহিঙ্গার বয়স ২০ বছর হবে, তাঁরা বেপরোয়া হয়ে উঠবেন। তখন আমাদের সমস্যা বেশি হবে ঠিকই, তবে সেই সমস্যা প্রত্যেকেরই হবে। এর মধ্যেই নৌকায় রোহিঙ্গারা অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে গুমের ঘটনা



ভারতের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে গুম কমিশন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় ভারতের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে তদন্ত কমিশন। দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের কার্যক্রম এবং আটক ব্যক্তিদের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে কমিশন তাদের প্রতিবেদনে জানায়, 'বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় ভারতের সম্পৃক্ততা জনসমক্ষে একটি আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

সাবেক বিচারপতি মাইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের কমিশন সম্প্রতি 'সত্য উদঘাটন' শিরোনামে প্রতিবেদনটি রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেছে।

কমিশন জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে এ বিষয়ে একটি জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিছু বন্দি এখনও ভারতের জেলে থাকতে পারে।

কমিশন জানায়, 'আমরা পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করছি যেন তারা ভারতে এখনো বন্দি অবস্থায় থাকাতে পরে এমন যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিককে খুঁজে বের করতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাংলাদেশের সীমানার বাইরে এই বিষয়টি তদন্ত করা কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ।'

প্রতিবেদনে উল্লেখিত দুটি বহুল আলোচিত ঘটনা গুমের এই কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করে।

ঘটনা দুটির একটি হলো- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে অপহৃত হয়ে ভারতীয় কারাগারে উপস্থিত হওয়া সুখরঞ্জন বালির ঘটনা এবং অপরটি হলো বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদের ঘটনা।

এসব ঘটনার পাশাপাশি হুম্মাম কাদের চৌধুরী জানান, তার কারাগারের বাইরে হিন্দি ভাষায় কথা বলতে শোনা যেত, যেখানে বলা হচ্ছিল- 'ওকে কখন ধরা হয়েছে? কোনো তথ্য দিয়েছে কি? এখনও কী জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে?' ইত্যাদি।

কমিশন জানায়, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদের ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত বন্দি বিনিময় ব্যবস্থার কিছু কার্যপ্রণালীকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে।

২০১৫ সালে উত্তরায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আটক হওয়ার পর তিনি জানান, তাকে একটি পরিত্যক্ত সেলে আটক রাখা হয়েছিল, যেখানে মেঝেতে একটি গর্ত ছিল যা টয়লেট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাকে দেওয়া কম্বলটিতে 'টিএফআই' অক্ষরগুলো লেখা ছিল, যা 'টাস্ক ফোর্স ফর ইন্টারোগেশন'-এর ইঙ্গিত বহন করে।

তারা জানায়, ওই সময় একমাত্র সক্রিয় টিএফআই কেন্দ্রটি ছিল র‍্যাব গোয়েন্দা শাখার তত্ত্বাবধানে, যা র‍্যাব সদর দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হলেও এটি ঢাকার উত্তরায় র‍্যাব-১ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের একটি প্রাচীর ঘেরা স্থাপনার ভেতরে ছিল।

কমিশন স্থাপনাটি পরিদর্শন করে নিশ্চিত করেছে যে র‍্যাব গোয়েন্দা শাখা এখনও এর প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর চাবি নিজেদের হাতে রাখে। তবে স্থাপনাটির অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো কিছুদিন আগে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সাক্ষীদের সাক্ষ্য ওই প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করেছে, যার মধ্যে রয়েছে, কুখ্যাত নির্যাতন কক্ষ ও সেলের অবস্থান।'

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়



সফলতার ২৮ বছর
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১৩ : সোমবার, পৌষ ৮, ১৪৩১ / জমাদিউস সানি ২০, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 13, December 23, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.

মুনার খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকায় মুসলমানদের বৃহত্তর সংগঠন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা। সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের প্রবাসী কমিউনিটির নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে আসছে। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এ বছরও তাদের এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আপতকালীন সময়ের জন্য সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স কার্যক্রমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে খাদ্য সহায়তা ও বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে আসছে। প্রতি সপ্তাহের রোববার ব্যতিত বাকি ছয় দিন তাদের এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন মুনা'র সদস্যরা।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম

স্মৃতির জামালপুর

দ্বিতীয় পর্ব



ফউতি গোরস্থান থেকে আসি কলেজ চত্বরে। মাদারগঞ্জের আশেক মাহমুদ তালুকদারের নামে এই কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। তিনি ইন্তেকাল করেন '৬০ সালে। আমি এখানে দুই বছর পড়েছি। ইন্টারমিডিয়েট এই কলেজ থেকেই। আমাদের সময় প্রিন্সিপাল ছিলেন সুজাত আলী মিয়া। '৬৮ সালে আমি মাদারগঞ্জে আশেক মাহমুদের বাড়ী গেছি। তার মাজার জেয়ারত করেছি। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মাজারের পাশের একটা লেবু গাছ থেকে কয়েকটা পাতা ছিড়ে এনেছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত একটা আমার ডায়রীতে রেখেছিলাম। পরে কোন সময় তা হারিয়ে যায়।

আমি যে কলেজ কম্পাউন্ড দেখেছি এখনকার

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটিতে বাড়ছে অসহিষ্ণুতা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটি যেমন বাড়ছে তেমনী কমিউনিটিতে নানা মত-পথ আর ভিন্নতার কারণে নানা সমস্যাও বাড়ছে। এসব সমস্যার মধ্যে অসহিষ্ণুতা ব্যাপকতা পাচ্ছে। শুধু সামাজিক সংগঠন নয়, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও বিভেদ-বিভক্তি আর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন সচেতন প্রবাসীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের বিজয় দিবস আর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে একজন বক্তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে হৈচৈ, হট্টগোল, বাদ-প্রতিবাদ, ধাক্কা-ধাক্কি প্রভৃতি ঘটনায় ম্লান হয়ে গেছে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। গত ১৬ ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

সোসাইটির অভিষেকে ৩ হাজার ডলার গচ্ছা!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র নতুন কমিটির অভিষেক ও বাংলাদেশের বিজয়

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

এরপরদিন অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানারে আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রবাসে বসবাসকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানো হলেও এই অনুষ্ঠানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন সভায় উপস্থিত বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীরা। এর আগেও বাংলাদেশ সোসাইটি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সভা সমাবেশে বাদ-প্রতিবাদ, হট্টগোল হাতাহাতি, মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি-আওয়ামী লীগের সভা-সমাবেশেও। বাদ-প্রতিবাদ আর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। আর এসব ঘটনায়

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা অভিষিক্ত

কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠায় মেয়র অ্যামসের সহায়তার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র নব নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তারা। সেই সাথে সোসাইটি পালন করে বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঠান্ডা আর হালকা বৃষ্টি-বাদলার মধ্যেও অনুষ্ঠানে প্রবাসে

বাকি অংশ ০২ পৃষ্ঠায়

মাহতাব খানের পিতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, তরুণ উদীয়মান ডেমোক্র্যাট, জুডিশিয়াল ডেলিগেট মাহতাব খানের পিতা মাহবুব খান শাহেদ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৬০ বছর। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে তিনি বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টার

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের এয়ার টিকেটিং ওয়েবসাইট

"মাই বেস্ট ফ্লাই ডটকম" যাত্রা শুরু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের ই টিকেটিং ওয়েবসাইট "মাই বেস্ট ফ্লাই ডটকম" এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে বিভিন্ন গন্তব্যের এয়ার টিকেট কিনতে ও বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের প্রাইজ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন গ্রাহকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার একটি হলরুমে

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

১০ সহস্রাধিক অ্যামাজন কর্মীর ইস্তফা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অ্যামাজন তার ব্যবসায়িক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধর্মঘটের মুখোমুখি হতে চলেছে। নিউইয়র্ক সিটির ১০ হাজারের বেশি অ্যামাজন কর্মী তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অ্যামাজন বলেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন ইতিহাসে, সবচেয়ে বড় ধর্মঘট এটি। তবে এতে কোম্পানীর উপর কোন প্রভাব পড়বেনা বলে দাবী করেন কর্মকর্তারা। মধ্যরাতে, স্টেটেন আইল্যান্ডের জেএফকে এইট ওয়্যারহাউজের সদস্যরা ধর্মঘট ঘোষণা করে, তাতে যোগ দেয় আরো ৫ হাজার ৫০০ কর্মী। এছাড়াও জর্জিয়া, ইলিনয়, সান ফ্রান্সিসকো এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যান্য তিনটি স্থানেও ধর্মঘট চলমান। উচ্চ মজুরি এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশের দাবীতে এ আন্দোলন করছে কর্মীরা।

সিআইপি স্বীকৃতি পেলেন নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী আবুল হোসেন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-এনআরবি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী ব্যবসায়ী আবুল হোসেন। তিনি ফজিলা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। এছাড়া তিনি একাধারে বাংলাদেশে রিপাবলিক অফ উগান্ডার অনারারি কনসাল এবং রিপাবলিক অফ সুরিনামের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস (ডিডব্লিউপি)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সামাজিক সংগঠনের শেষ নেই। খোঁজ-খবর নিয়ে এই সংখ্যা হাজারোধিক হবে বলেই অনেকের ধারণা। তবে এসব সংগঠনের নেতৃত্বে কোন্দলের শেষ নেই। তারপরও সংগঠনগুলো এগিয়ে চলছে, চলছে নানা অনুষ্ঠান, কর্মকান্ড। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এসব সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের পরিধি ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। ৯ সদস্য থেকে শুরু করে কোন কোন সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তার সংখ্যা দুই ডজনাধিক, আবার কোন কোন সংগঠনে প্রায় অর্ধশত ছুই ছুই করছে। মূলত: নেতৃত্ববৃন্দকে খুশি করার পাশাপাশি নানা ধান্ধায় এসব পদ-পদবী বাড়িয়ে অনেক কেউ শান্তনা দেয়া হচ্ছে। ফলে সংগঠনগুলোতে পদ-পদবী

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

১ লাখ কবর ক্রয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে নোয়াখালী সোসাইটি'র উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী সামাজিক সংগঠন 'বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'। সংগঠনের সদস্যদের ঐক্য, যোগ্য নেতৃত্ব আর সঠিক পরিকল্পার মাধ্যমে সামাজিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কমিউনিটির সেবাও করে চলেছে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রুকলীনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় দুটি বাড়ি ছাড়াও লং আইল্যান্ডে রয়েছে নিজস্ব কবরস্থান। সংগঠনটি এবার বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রবাসী

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক পুলিশের চিফ অফ ডিপার্টমেন্ট ম্যাড্রের পদত্যাগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অসাদাচরনের দায় উঠেছে নিউইয়র্ক পুলিশের চিফ অফ ডিপার্টমেন্ট জেফরি ম্যাড্রের উপর। একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা তার কাছের বন্দুক দিয়ে তিনজন কিশোরকে ভয় দেখান। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরা হলেও জেফরি ম্যাড্রের হস্তক্ষেপে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। এমনটাই জানিয়েছে সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড। ওই তিনজন কিশোরের অ্যাটর্নি, এমকে কাইশিয়ান

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়





ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।



Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com